বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪

দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

খোরশেদা ইয়াসমীন, এনডিসি
সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন

সম্পাদনা কমিটি

আবু হেনা মোস্তফা জামান, মহাপরিচালক (আহ্বায়ক)
আব্দুল্লাহ-আল-জাহিদ, মহাপরিচালক
মোঃ কামরুজজামান, পরিচালক
তামিম আল ইয়ামীন, উপপরিচালক
মো. আকতারুল ইসলাম, উপপরিচালক (সদস্য সচিব)
মোছাঃ সেলিনা আখতার মনি, উপপরিচালক
মোঃ তানজির হাসিব সরকার, উপপরিচালক
শারিকা ইসলাম, উপপরিচালক
মোঃ তানজির আহমেদ, সহকারী পরিচালক
মুবাশ্বিরা আতিয়া তমা, সহকারী পরিচালক
বিষাণ ঘোষ, সহকারী পরিচালক

যোগাযোগ

সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: +৮৮০২ ৫৮৩১৬২০৭, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৩৬২৬২২
ই-মেইল: secretary@acc.org.bd, ওয়েবসাইট: www.acc.org.bd

ডিজাইন

মাহ্রাম প্রিন্ট এন্ড প্যাক লিঃ
বেলমা, ডেইরি ফার্ম, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪১
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩০ ৫৯৫৭৫৬

মুদ্রণ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ

প্রকাশক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪

দুর্নীতি দমন কমিশন
দুদক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
চেয়ারম্যান

মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী
কমিশনার

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহ্‌সান ফরিদ
এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি
কমিশনার

বিষয়সূচি

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	মুখবন্ধ	(ix)
প্রথম অধ্যায়	দুর্নীতি দমন কমিশন এর পরিচিতি	
	১.১ ভূমিকা	০২
	১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি	০২
	১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম	০৩
	১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ	০৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও সক্ষমতা	
	২.১ ভূমিকা	০৮
	২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	০৮
	২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প	০৯
	২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম	১১
	২.৫ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস	১২
	২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা	১৫
	২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম	১৬
	২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন	১৭
	২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	১৭
	২.১০ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	১৭
	২.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদান	১৮
	২.১২ কমিশনের আর্কাইভ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	
	৩.১ ভূমিকা	২০
	৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম	২২
	৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম	২৭
	৩.৪ প্রসিকিউশন	৩১
চতুর্থ অধ্যায়	দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট অভিযান	
	৪.১ ভূমিকা	৪০
	৪.২ এক নজরে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট	৪০

বিষয়সূচি

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
পঞ্চম অধ্যায়	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ	
	৫.১ ভূমিকা	৪৪
	৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি	৪৫
	৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম	৪৯
	৫.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশীদারত্ব	৫০
ষষ্ঠ অধ্যায়	গণশুনানি	
	৬.১ ভূমিকা	৫২
	৬.২ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি	৫২
সপ্তম অধ্যায়	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	
	৭.১ ভূমিকা	৫৬
	৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৫৬
	৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৫৮
অষ্টম অধ্যায়	বৈদেশিক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	
	৮.১ ভূমিকা	৬০
	৮.২ আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব	৬০
	৮.৩ GlobE নেটওয়ার্কে যোগদান	৬১
	৮.৪ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা	৬১
	৮.৫ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে অংশগ্রহণ	৬২
নবম অধ্যায়	উপসংহার	৬৪
	ফটোগ্যালারি	৬৭

আদ্যাক্ষর ও শব্দ বিস্তার

ACC	-	Anti-Corruption Commission
ACRC	-	Anti-Corruption & Civil Rights Commission
ADB	-	Asian Development Bank
APG	-	Asia/Pacific Group On Money Laundering
BAC	-	Bureau of Anti- Corruption
BDT	-	Bangladeshi Taka
BFIU	-	Bangladesh Financial Intelligence Unit
BNCC	-	Bangladesh National Cadet Corps
BTRC	-	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
C&AG	-	Comptroller and Auditor General
CBI	-	Central Bureau of Investigation
CDMS	-	Criminal Database Management System
CID	-	Criminal Investigation Department
CPC	-	Corruption Prevention Committee
CTTC	-	Counter Terrosim and Transnational Crime
CTR	-	Cash Transaction Report
DoE	-	Department of Environment
DPP	-	Development Project Proposal
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
EOI	-	Expression of Interest
FR	-	Final Reports
FIMA	-	Financial Management Academy
FATF	-	Financial Action Task Force
GDP	-	Gross Domestic Product
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft FÜr Internationale Zusammenarbeit (German Development Co-operation)
GlobE Network	-	Global Operational Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities
HOPE	-	Head of Procuring Entity
IACA	-	International Anti-Corruption Academy
IAACA	-	International Association of Anti-Corruption Authorities
ICRF	-	Investigative Committee of the Russian Federation
ICT	-	Information and Communication Technology
ILIS	-	Integrated Lawful Interception System
IPMS	-	Investigation and Prosecution Management System
INTERPOL	-	International Police
IU	-	Integrity Unit
LAN	-	Local Area Network
LT	-	Land Transfer
MLAR	-	Mutual Legal Assistance Request
MLAT	-	Mutual Legal Assistance Treaty
MoU	-	Memorandum of Understanding
NBR	-	National Board of Revenue
NGO	-	Non Government Organization
NTMC	-	National Telecommunication Monitoring Centre
NIS	-	National Integrity Strategy
NRA	-	National Risk Assesment
OSINT	-	Open Source Intelligence
PAC	-	Provisional Acceptance Certificate
PDS	-	Personal Data Sheet
PKSF	-	Palli Karma-Sahayak Foundation
PPR	-	Public Procurement Rules
PWD	-	Public Works Department
ROR	-	Record of Rights
RAC	-	Reporters Against Corruption
RTI	-	Right to Information
TIB	-	Transparency International Bangladesh
UAT	-	User Acceptance Test
UNCAC	-	United Nations Convention Against Corruption
UNODC	-	United Nations Office on Drugs and Crime
UNDP	-	United Nations Development Programme

মুখবন্ধ

দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে শুধু আইন প্রয়োগই নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দুদক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুদক দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রমে নিরলসভাবে কাজ করছে। কমিশনের মূল লক্ষ্য হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি বাস্তবায়ন এবং ন্যায়বিচার, সততা ও স্বচ্ছতার একটি সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলা।

২০২৪ সালে দুদকের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অভিযোগ অনুসন্ধান, মামলা রুজু, তদন্ত, চার্জশীট প্রদান, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণশুনানী, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ, অভিযান পরিচালনা এবং প্রশাসনিক তদারকিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম। এ বছর বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া অভিযোগের মধ্যে ১,৮৯৪টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৪৫১টি মামলা রুজু করার পাশাপাশি ৪০৩টি চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়েছে। এ বছর সাজার হার ৪৮.১৭%। এ ছাড়া, এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কর্তৃক ২৮১টি অভিযান পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ৫২৮টি পত্র প্রেরণ করা হয়। যা কমিশনের ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রমাণ বহন করে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের ওপর জোর দিতে হবে। জনগণের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং সততার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়াচ্ছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য সততা সংঘ ও সততা স্টোর চালু করা হয়েছে, যা তরুণ প্রজন্মকে সততার চর্চায় ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করছে। পাশাপাশি প্রতিটি জেলা-উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে এবং সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে ৬টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা দুদক সম্পর্কে জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। দুদকের হটলাইন ১০৬ জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই প্ল্যাটফর্মটি দ্রুত অভিযোগ দায়ের ও তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বিধায় এই প্লাটফর্মে বর্তমানে অনেক অভিযোগ দাখিল হচ্ছে। ২০২৪ সালে হটলাইনে ১৫,৫০১টি অভিযোগ জমা পড়েছে।

দুদককে আরও কার্যকরভাবে পরিচালিত করতে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে তদন্ত ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা আরো দক্ষ ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা এড়াতে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ দুদককে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার কাঠামো প্রস্তুত করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে দুদক তার বিদ্যমান কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। একটি সুশাসিত ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির প্রভাব কমিয়ে আনা এবং জনগণের আস্থা অর্জনই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে টেকসই সাফল্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সুশাসন এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) স্বচ্ছ, স্বাধীন এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে ইতোমধ্যে নেয়া সংস্কার উদ্যোগগুলো দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যন্ত যুগোপযোগী।

৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতির ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের প্রমাণ। ছাত্র-জনতার এই বিপ্লব জাতিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। দুদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো জনআকাঙ্খা এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ বিনির্মাণের পথকে এগিয়ে নিবে।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন
দুদক

প্রথম অধ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশন এর পরিচিতি

১.১ ভূমিকা
১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি
১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম
১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন এর পরিচিতি

১.১ ভূমিকা

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বের সকল দেশেই দুর্নীতির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তবে বিভিন্ন দেশে এর মাত্রাগত ব্যবধান রয়েছে। সাধারণভাবে স্বীয় স্বার্থে দাপ্তরিক ক্ষমতার অপব্যবহার করাকেই দুর্নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধিতে ঘুস, গণকর্মচারী কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু, সময়ের পরিক্রমায় দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরাপর কিছু অপরাধমূলক কার্যক্রম যথা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত অপরাধকেও দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সে লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ কার্যকর করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ বিভাগ এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকলেও দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান তথা দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ কার্যকর করা হয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো স্বাধীন বাংলাদেশে তিন দশকের বেশি সময়সহ দীর্ঘ চার দশকের বেশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল।

কাঙ্খিত সুফল না পাওয়ায় জনগণের চেতনা এবং ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৪ সনের ৫ নং আইন হিসেবে "দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪" প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে যে, দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইনী বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু উক্ত আইন তাৎক্ষণিক কার্যকর না হয়ে ৯ মে ২০০৪ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হয় এবং কমিশনের কমিশনারগণের নিয়োগের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তবে, আইনের ভাষ্যমতে বাছাই কমিটির মনোনয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ৩ জন কমিশনার বিগত ২১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসাবে যোগদান করেন। তন্মধ্যে একজন কমিশনার মহোদয়কে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সে বিবেচনায় ২১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে কমিশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তবে বিভিন্ন আইনগত জটিলতা এবং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিবিধান প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় ২০০৭ পর্যন্ত পূর্ণ গতিতে কমিশনের কার্যক্রম প্রসারিত হয়নি। পরবর্তীতে ২৯ মার্চ ২০০৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারি হওয়ায় কমিশন পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য, কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরী সংক্রান্ত "দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮" বিগত ১৫ জুন ২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং উক্ত বিধিমালা অনুসরণ করে কমিশন তার জনবল পরিচালনা করে আসছে।

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন এর পরিচিতি

১.২.১ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৫ নং আইন) অনুযায়ী দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

১.২.২ কমিশনের রূপকল্প

"সমাজের সর্বস্তরে প্রবহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করা"।

১.২.৩ কমিশনের লক্ষ্য

"অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করা"।

১.২.৪ কমিশনের তিনটি কৌশলগত লক্ষ্য

- শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির দমন;
- বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং
- শিক্ষা, উত্তম চর্চার বিকাশ ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা।

উপরিউক্ত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো চারটি সহায়ক লক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত

- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা;
- পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়ন;
- মানবসম্পদ সহায়তা ও উন্নত অভ্যন্তরীণ শাসন পদ্ধতি প্রদান করা এবং
- উন্নত আর্থিক ও কারিগরি (লজিস্টিক) সহায়তা প্রদান।

১.২.৫ কমিশনের প্রধান কার্য সম্পাদন সূচকসমূহ

- বছরের দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে নিস্পত্তিকৃত মামলার শতাংশ বা হার;
- কোনো অভিযোগ নিস্পত্তির জন্যে পরিচালিত অনুসন্ধান ও তদন্তে ব্যয়িত সময়;
- বিচারের (প্রসিকিউসন) হার অথবা বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলার বিপরীতে বিচারের হার এবং
- বিচারাদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্তকরণের হার বা বছরে বিচারের হারের বিপরীতে দোষী সাব্যস্তকরণের হার।

১.২.৬ কমিশনের নির্বাহী কাঠামো

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এই কমিশন তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিশনার পদে নিয়োগের জন্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারগণ পূর্ণকালীন সময়ের জন্যে স্ব স্ব পদে পাঁচ বৎসরের জন্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর কমিশনারগণ পুনঃ নিয়োগের যোগ্য হন না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনজন কমিশনারের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে থাকেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইন অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যানসহ দুইজন কমিশনারের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হয়।

কর্মাবসানের পর কমিশনারগণ গণপ্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বিবেচিত হন না। সুপ্রীমকোর্টের একজন বিচারককে যে সকল কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায়, ঠিক একই কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যায় না।

১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম

১.৩.১ কমিশনের কার্যাবলি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ) অনুযায়ী কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করে। দুর্নীতি দমন এবং প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। কমিশনের কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ কার্য হচ্ছে:

১. দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা;

২. অনুসন্ধান পরিচালনার ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমোদন এবং তদন্তের ভিত্তিতে চার্জশিট/চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের অনুমোদন প্রদান এবং মামলা পরিচালনা করা:

৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনী) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং বিষয়ে অনুসন্ধান/তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করা;

৪. রাষ্ট্রপতির নিকট নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা :
* দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা ও কার্যকর বাস্তবায়ন;
* দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ করা;
* আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা এবং কমিশনের কার্যাবলী ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬ .দুর্নীতি দমন বিষয়ে আইন দ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা এবং

৭. দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

১.৩.২ আইন ও ক্ষমতা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর মাধ্যমে কমিশন তার কার্যাবলি, ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর যাত্রা শুরু করে। এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হচ্ছে :

১। দণ্ডবিধি, ১৮৬০
২। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৩। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৪। দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭
৫। দি ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৮
৬। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং এর সংশোধনীসমূহ।

১.৩.৩ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

১. সাক্ষী তলব, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জিজ্ঞাসাবাদ;
২. যে কোনো নথি খুঁজে বের করা ও উপস্থাপন করা;
৩. সাক্ষ্য গ্রহণ;
৪. যে কোনো আদালত বা অফিস হতে সরকারি নথি বা এর সত্যায়িত অনুলিপি তলব;
৫. সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নোটিস ইস্যু ও নথিপত্র যাচাই; এবং
৬. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো বিষয়।

দুদক আইন, ২০০৪ এর ধারা ১৯ (৩) অনুযায়ী, "কোন কমিশনার বা কমিশন হইতে বৈধ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"।

১.৩.৪ কমিশনের মৌলিক কর্মপ্রয়াস

দুদকের মৌলিক অভিপ্রায় হলো দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে আপসহীন অভিযান পরিচালনা করা। এ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে দুদক নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে:

- নিরলসভাবে ও দৃঢ়তার সাথে অনুসন্ধান, তদন্ত ও অন্যান্য আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে দুর্নীতিপরায়ণরা কোনো ভাবে প্রশ্রয় না পায়;
- দুর্নীতিপ্রবণ বিশেষ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর দুর্নীতির কার্যকর অনুসন্ধান ও আইনি প্রতিকারের পাশাপাশি সেসব অপরাধ নির্মূলে প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;

- সামাজিক শক্তিকে সম্পৃক্ত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা;
- এসকল কার্যকর ও সমন্বিত প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং
- উত্তম চর্চার বিকাশে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তথাপি দুর্নীতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে যাচ্ছে কমিশন। পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুদক নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ নিয়ে কাজ করে থাকে

১.৪.১ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর অধীন অপরাধসমূহ

- ধারা ১৯ (৩)- কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ধারা ১৯ (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান করলে অথবা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৬ (২)- কমিশন হতে সহায় সম্পত্তির ঘোষণা পাওয়ার পরে ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৭ (১)- কোন ব্যক্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন করলে বা দখলে রাখলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৮ (গ)- মিথ্যা জেনে বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১.৪.২ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন ঘুস ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ

১.৪.৩ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ২ নং আইন) এর অধীন অপরাধসমূহ

১.৪.৪ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর অধীন নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ

- ধারা ১৬১- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারি কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬২- অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারি কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬৩- সরকারি কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬৪- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করার শাস্তি;
- ধারা ১৬৫- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ;
- ধারা ১৬৫ (খ)- কতিপয় (দুষ্কর্মে) সহায়তাকারীর অব্যাহতি;
- ধারা ১৬৬- কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ;
- ধারা ১৬৭- ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন;
- ধারা ১৬৮- সরকারি কর্মচারী বেআইনিভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া;

- ধারা ১৬৯- সরকারি কর্মচারী বেআইনিভাবে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলামের দর হাঁকা;
- ধারা ২১৭- কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ;
- ধারা ২১৮- কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ;
- ধারা ৪০৯- সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরণ।

১.৪.৫ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর নিম্নোক্ত ধারাসমূহ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত হলে কেবল সে ক্ষেত্রে বর্ণিত অপরাধসমূহ

- ধারা ৪২০- প্রতারণা ও সম্পত্তি অর্পণ করার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা;
- ধারা ৪৬৭- মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ;
- ধারা ৪৬৮- প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি;
- ধারা ৪৭১- কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা;
- ধারা ৪৭৭ (ক)- হিসাবপত্রসমূহে মিথ্যা বর্ণনা প্রদান।

১.৪.৬ ক্রমিক নং (১) হতে (৪) তে বর্ণিত যে কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর অধীন নিম্নোক্ত ধারার অপরাধসমূহ

- ধারা ১০৯- দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কর্মটি সম্পাদিত হওয়ার বেলায়, এবং উহার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তা;
- ধারা ১২০ (খ)- অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র;
- ধারা ৫১১- যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও সক্ষমতা

২.১ ভূমিকা

২.২ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

২.৩ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২.৪ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প

২.৫ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম

২.৬ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস

২.৭ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

২.৮ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

২.৯ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন

২.১০ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

২.১১ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম

২.১২ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদান

২.১৩ কমিশনের আর্কাইভ সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও সক্ষমতা

২.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রশাসন অনুবিভাগের মাধ্যমে নিজস্ব মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে আর্থিক আয়-ব্যয় নির্বাহ এবং হিসাব সংরক্ষণ করা, অবকাঠামোসহ সকল প্রকার ভৌতসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিশন বিশ্বাস করে যে, দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও সততা চর্চার বিকাশে সৎ, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, কর্মোদ্যোগী, মননশীল মানবসম্পদ প্রয়োজন। এ কারণেই কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) কর্মকৌশলের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ কমিশনের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত, কার্যকর প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কৌশল তথা সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে অফিস আদেশ, পরিপত্র, অফিস স্মারক জারির মাধ্যমে অনেক কার্যক্রম বাস্তবধর্মী করেছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক ও সৃজনশীল কৌশল প্রয়োগ করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। দুদকের প্রশাসন অনুবিভাগ এ উদ্দেশ্যেই বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়া সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার জন্য কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রেডিং সিস্টেম চালুকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের প্রতিপালনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, সম্পদ সংক্রান্ত অভিযোগসহ সকল প্রকার অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনানুগ কৌশল প্রবর্তন করেছে।

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অনুবিভাগের সকল কার্যক্রম সরাসরি তদারক করেন দুদক সচিব। কমিশনের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা, প্রণোদনাসহ সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ রেগুলেটরি কার্যক্রম এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২.২.১ কমিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে কমিশনের রাঙামাটি, নোয়াখালী, যশোর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও হবিগঞ্জে নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিশনের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২.২.২ কমিশনের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি

যেকোন কাজ সফলতার সাথে স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমিশন দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা কার্যক্রমকে সফলতার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, সমন্বিত জেলা/জেলা কার্যালয়গুলোতে সকল ধরণের লজিস্টিক সাপোর্ট অব্যাহতভাবে সরবরাহ করে যাচ্ছে। ফলে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

২.২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য

National Telecommunication Monitoring Cell-এর স্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬)-এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। এছাড়া, টোল ফ্রি হটলাইন '১০৬' এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যেখানে '+৮৮০৯৬১২১০৬১০৬' নম্বরে প্রবাসী নাগরিকগণ সরাসরি কল করে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারছে।

এছাড়া অভিযোগ গ্রহণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/acc.org.bd), ই-মেইল (chairman@acc.org.bd) সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। দুদকের নিজস্ব Interactive website রয়েছে, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে, জনগণ দুর্নীতির অভিযোগ তাৎক্ষণিক জানাতে পারছে। কমিশনে 'Investigation and Prosecution Management System (IPMS)' সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দুদকে প্রাপ্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশন কার্যক্রমকে অটোমেশন করা সম্ভব হচ্ছে। কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধারের জন্য কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

কমিশনের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের e-Recruitment সার্ভিসের মাধ্যমে সকল নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। দুদকে ই-নথির মাধ্যমে অনেক নথি নিষ্পত্তি হচ্ছে। কমিশনে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেমে Face Recognition মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। দুদকের সকল অফিসের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার স্বার্থে আইপি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং আইপি ক্যামেরা স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প

২.৩.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ০৩(তিন)টি প্রকল্প (১) যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য নতুন অফিস ভবন নির্মাণ (২) নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) এবং (৩) রাঙ্গামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।
    - ✓ প্রকল্প ০৩(তিন)টির মাধ্যমে যশোর জেলা কার্যালয় ১.১৬ একর জমির উপর ০৪(চার) তলা ভিত্তির মধ্যে ০২(দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ে যথাক্রমে ০.২৪ একর এবং ০.৩৫ একর জমির উপর ০৬(ছয়) তলা ভিত্তির ০৩(তিন) তলা ও ০২(দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়ে ০.৪৪৪৬ একর জমির উপর ০৪(চার) তলা ভিত্তির ০২(দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ে দুইটি ০.৫০ একর জমির উপর ০৪(চার) তলা ভিত্তির ০২(দুই) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
    - ✓ প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়নের ফলে ০৬টি জেলায় দুদকের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মিত হয়েছে, এতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ এবং নথিপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান, তদন্ত এবং বিচার কাজের অগ্রগতি মনিটরিংসহ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সময়হ্রাস করার নিমিত্ত প্রকল্পের মাধ্যমে Investigation Prosecution Management System (IPMS) সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় "দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপন" এবং "কার্যকরভাবে দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তের অন্তরায়সমূহ নিরূপন" বিষয়ে দুটি গবেষণা করা হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য (ক) দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি (খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের দুর্নীতি হ্রাস এবং (গ) দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার নিমিত্ত সকল কার্যালয় অটোমেশন করা। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

  - ✓ প্রকল্পের আওতায় ০২টি মাইক্রোবাস, ২৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার এবং ৫০টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে;
  - ✓ দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১০(দশ)জন কর্মকর্তার দেশে এবং ০৬(ছয়) জন কর্মকর্তাকে বিদেশে (দুবাই, ইউএসএ, ইন্ডিয়া, ইতালি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
  - ✓ প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে;
  - ✓ প্রকল্পের আওতায় ৪০(চল্লিশ)জন কর্মকর্তাকে বিদেশে (সিবিআই, ভারতসহ), ৯৬০জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ১১০০জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
  - ✓ দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণের জন্য শিক্ষা উপকরণ (পাটের তৈরী স্কুল ব্যাগ, মেজারিং স্কেল, স্কুল খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা, ডাস্টবিন এবং পার্স) ক্রয় করা হয়েছে এবং সকল জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে;
  - ✓ সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য দেশের সকল উপজেলা হতে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে জনপ্রতি ১০০০.০০ টাকা করে জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত; জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত এবং জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
  - ✓ কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে;
  - ✓ অনুবিভাগ ভিত্তিক অটোমেশন সফট্‌ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৩.২ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুদকের খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প:

- ✓ প্রকল্পটি গত ১৩/০২/২০২৪ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়;
- ✓ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৩৪৮.৮০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত;
- ✓ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ০৫টি বিভাগীয় কার্যালয়ে নতুন অফিস ভবনসহ ০১টি বিভাগীয় কার্যালয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দুদকের আলামত ও নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার করা;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাটি পরীক্ষা, দরপত্র আহবান, খুলনা অংশের ভূমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে। অফিসসমূহের দরপত্র আহবানের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

২.৩.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

> দুর্নীতি দমন কমিশনের অটোমেশন সফট্ওয়্যার প্রস্তুতকরণ, সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহে নেটওয়ার্কিং সম্প্রসারণ করাসহ দুদকে আধুনিক ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করতে 'দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের টিপিপি গত ০১/১২/২০২৪ তারিখ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত টিপিপি'র প্রশাসনিক আদেশ গত ১৯/১২/২০২৪ তারিখে জারি করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত কমিশনের নিয়মিত অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কমিশন চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নিজেরা বা সোর্স নিয়োগের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া দুদকের অভিযোগ কেন্দ্র হটলাইন নম্বর ১০৬, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদ করে থাকে।

২.৪.১ নিজস্ব হাজতখানা সংক্রান্ত তথ্যাদি

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্তে সাময়িকভাবে দুদকের নিজস্ব হাজতখানায় আটক রাখা হয়। হাজতখানাটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করা হয়। হাজতখানাটিতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ উন্নতমানের পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২.৪.২ কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনে অপারেশনাল কাজের জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে নিয়োজিত রয়েছে। আসামি গ্রেফতার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অভিযানে আইন প্রয়োগকালে কমিশনে নিয়োজিত সশস্ত্র ইউনিটের সদস্যরা দুদক কর্মকর্তাদের অধীনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আর্মড ইউনিট পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়নপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করে এই ইউনিটের সদস্যদের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২.৫ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ২,০৯৮ জন কমর্কর্তা ও কর্মচারীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে। দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস তালিকা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ১: মানবসম্পদ বিন্যাস

ক্রঃ নং	পদবী	প্রধান কার্যালয়			বিভাগীয় কার্যালয়			সমন্বিত জেলা কার্যালয়			সর্বমোট			মন্তব্য
		মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	চেয়ারম্যান	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
২	কমিশনার	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০	
৩	সচিব	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
৪	মহাপরিচালক	৮	৭	১	০	০	০	০	০	০	৮	৭	১	
৫	পরিচালক	২৯	২৯	০	৮	৭	১	০	০	০	৩৭	৩৬	১	
৬	সিস্টেম এনালিস্ট	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
৭	একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার)	৩	১	২	০	০	০	০	০	০	৩	১	২	
৮	একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের)	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
৯	উপপরিচালক	১৪৭	৮৮	৫৯	৮	১	৭	৩৬	৩৫	১	১৯১	১২৪	৬৭	
১০	প্রসিকিউটর	১০	০	১০	০	০	০	০	০	০	১০	০	১০	
১১	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১	
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২	
১৩	প্রোগ্রামার/সঃসিঃ এনালিস্ট	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	১	৩	০	০	০	০	০	০	৪	১	৩	
১৫	সহকারী পরিচালক	২১৫	৭৫	১৪০	৮	৫	৩	১০৮	৭২	৩৬	৩৩১	১৫২	১৭৯	
১৬	মেডিকেল অফিসার	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
১৭	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/জনসংযোগ কর্মকর্তা	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
১৮	প্রোটোকল অফিসার	১	০	১	০	০	০	০	০	০	১	০	১	
১৯	সহকারী পরিচালক (ইলেকট্রিক্যাল)	২	০	২	০	০	০	০	০	০	২	০	২	
গ্রেড ৯ হতে তদূর্ধ্ব		৪৩৪	২১০	২২৪	২৪	১৩	১১	১৪৪	১০৭	৩৭	৬০২	৩৩০	২৭২	
২০	উপসহকারী পরিচালক	২০৫	৬৮	১৩৭	৮	৫	৩	১৪৪	১০৪	৪০	৩৫৭	১৭৭	১৮০	
২১	কোর্ট পরিদর্শক	১০	৪	৬	০	০	০	৩৬	১৩	২৩	৪৬	১৭	২৯	
২২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২		২	০	০	০	০	০	০	২	০	২	
২৩	পরিবহন কর্মকর্তা	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
২৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১	১	০	
গ্রেড ১০		২১৯	৭৪	১৪৫	৮	৫	৩	১৮০	১১৭	৬৩	৪০৭	১৯৬	২১১	
২৫	কম্পিউটার অপারেটর	৮		৮			০			০	৮	০	৮	
২৬	নার্স	১	১	০			০			০	১	১	০	
২৭	ফার্মাসিস্ট	১		১			০			০	১	০	১	
২৮	প্রধান সহকারী	২৫	২০	৫	৮	৫	৩	০	০	০	৩৩	২৫	৮	
২৯	সহকারী পরিদর্শক	৫	৫	০	০	০	০	৭২	৬০	১২	৭৭	৬৫	১২	
৩০	হিসাব রক্ষক	২	২	০	৮	৫	৩	০	০	০	১০	৭	৩	

ক্রঃ নং	পদবী	প্রধান কার্যালয়			বিভাগীয় কার্যালয়			সমন্বিত জেলা কার্যালয়			সর্বমোট			মন্তব্য
		মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	মঞ্জুরিকৃত	কর্মরত	শূন্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১২	৯	৩	০	০	০	০		০	১২	৯	৩	
৩২	লাইব্রেরীয়ান/ক্যাটালগার	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
৩৩	সাটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	২৮	১৫	১৩	৮	২	৬	০	০	০	৩৬	১৭	১৯	
৩৪	উচ্চমান সহকারী/সহকারী	৪৯	২০	২৯	৮	৩	৫	৩৬	১৬	২০	৯৩	৩৯	৫৪	
৩৫	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	২০	২০	০	০	০	০	৭২	৬২	১০	৯২	৮২	১০	
৩৬	ক্যাশিয়ার	২	১	১	০	০	০	০	০	০	২	১	১	
৩৭	ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর	১৩৩	৫৪	৭৯	৮	৫	৩	৩৬	৩৩	৩	১৭৭	৯২	৮৫	
৩৮	অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর	২	২	০	০	০	০	০	০	০	২	২	০	
৩৯	ড্রাইভার	৭৭	৩৬	৪১	৮	৮	০	৭২	৩৭	৩৫	১৫৭	৮১	৭৬	
৪০	স্বাস্থ্য সহকারী	১		১			০			০	১	০	১	
গ্রেড ১১ থেকে গ্রেড ১৬		৩৬৮	১৮৬	১৮২	৪৮	২৮	২০	২৮৮	২০৮	৮০	৭০৪	৪২২	২৮২	
৪১	ডেসপাচ রাইডার	৪	৩	১	০	০	০	০	০	০	৪	৩	১	
৪২	কনস্টেবল	৭৪	৬৫	৯	১৬	৬	১০	১৪৪	৭২	৭২	২৩৪	১৪৩	৯১	
৪৩	নিরাপত্তারক্ষী	১৬	৯	৭	৮	৩	৫	০	০	০	২৪	১২	১২	
৪৪	অফিস সহায়ক	৫২	২৮	২৪	৮	৮	০	০	০	০	৬০	৩৬	২৪	
৪৫	যানবাহন ক্লিনার	৪	০	৪	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪	
৪৬	ক্লিনার	১১		১১	৮	০	৮	৩৬	০	৩৬	৫৫	০	৫৫	
৪৭	গার্ড	৪	০	৪	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪	
গ্রেড ১৭ থেকে গ্রেড ২০		১৬৫	১০৫	৬০	৪০	১৭	২৩	১৮০	৭২	১০৮	৩৮৫	১৯৪	১৯১	
সর্বমোট		১১৮৬	৫৭৫	৬১১	১২০	৬৩	৫৭	৭৯২	৫০৪	২৮৮	২০৯৮	১১৪২	৯৫৬	

কার্যকরভাবে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০২৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ২ জন কর্মচারীকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০২৪ সালে মোট ১৬৩ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এসব পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল, জ্যেষ্ঠতা ও মেধাক্রমের সমন্বয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের আলোকে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ২: পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি
২০২৪ সনে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নাম	পদোন্নতি প্রদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা
মহাপরিচালক	০১
পরিচালক	০৯
উপপরিচালক	২৪
সহকারী পরিচালক	০৬
উপসহকারী পরিচালক	৪১
প্রধান সহকারী	১৭
সহকারী পরিদর্শক	৩৮
উচ্চমান সহকারী	০২
কোর্ট সহকারী (এএসআই)	১৯
অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	০৬
মোট =	১৬৩

সারণি ৩: ২০২৪ সালে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

পদের নাম	সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা
কোর্ট পরিদর্শক	০২
মোট =	০২

২.৫.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ সকল প্রকার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। তাই দুর্নীতি দমনকে শুধু আইনি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা না করে একে উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, কার্যকর এবং দৃশ্যমান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কমিশন নিজস্ব জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। ২০২৪ সালে কমিশনের কর্মপরিবেশের আধুনিকায়নের পাশাপাশি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০২৪ সালে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স, মানিলন্ডারিং তদন্ত পদ্ধতি, অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ দায়িত্ব পালন, শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত, দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃঙ্খলা বিষয়ক, OSINT System ব্যবহার বিষয়ক, Countering Trade Based Money Laundering, ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত, Audio and Video Forensic বিভিন্ন কোর্সে কমিশনের ১,০৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রয়েছে। কমিশন বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে থাকে। সরকার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। বাজেট অনুমোদিত হলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক দুদক হিসাব প্রাক-নিরীক্ষণ ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কমিশনের কোনো পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় না। প্রশাসন অনুবিভাগের অর্থ ও হিসাব শাখা অর্থায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে ও নিয়মিত অডিট সম্পন্ন করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৪: বাজেট ব্যবস্থাপনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুদকের জন্য বরাদ্দ (অঙ্কসমূহ হাজার টাকার)						
অর্থ বছর	পরিচালন (সংশোধিত)	উন্নয়ন (সংশোধিত)	মোট (সংশোধিত)	রাজস্ব	মূলধনী	মন্তব্য
২০২৩-২০২৪	১৪৭,৫৪,৮০	৬,১৯,০০	১৫৩,৭৩,৮০	১৪৯,৩৪,৮৩	৪,৩৮,৯৭	

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব ও মূলধনী (উন্নয়নসহ) ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)			
পরিচালন	বিবরণ	২০২৩-২৪	
আবর্তক	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	রাদ্দ	ব্যয়
	৩১১১১০১- মূলবেতন (অফিসার)	২৫৩৩৮৯	২১৮৪৩২
	৩১১১২০১- মূলবেতন (কর্মচারী)	১৭৪৩৬৩	১৪৪২৫৮
	৩১১১১০৩, ৩১১১১১০, ৩১১১২০৯, ৩১১১৩০১-৩১১১৩৫২ বেতন ভাতাদি (মূল বেতন ব্যতীত)	৪৫৭০৯২	৩৬৫৪৩৬
	মোট বেতনাদি	৮৮৪৮৪৪	৭২৮১২৬
	৩২১১-৩২৫৭ প্রশাসনিক ব্যয়	৪০০৬১৪	৩৩৮৪৩৫
	৩২৫৮- মেরামত	৪৬৬২৫	৪২৫১৮
	মোট আবর্তক	১৩৩২০৮৩	১১০৯০৭৯
মূলধন	৪১১২-মূলধন ব্যয়	৪৩৮৯৭	৩৫২৩৭
	(ক) উপমোট	১৩৭৫৯৮০	১১৪৪৩১৬
	বিশেষ কার্যক্রম		
	৩২ পন্য ও সেবা সরবরাহ	৯৯৫০০	৮৯২১৫
	৪১১২-মূলধন ব্যয়	০	০
	(খ) উপমোট (বিশেষ কার্যক্রম)	৯৯৫০০	৮৯২১৫
	(গ) মোট পরিচালন কার্যক্রম (ক+খ)	১৪৭৫৪৮০	১২৩৩৫৩১
	উন্নরর কার্যক্রম	৬১৯০০	৫৯৯৬৫
	মূলধন ব্যয়	০	০
	(ঘ) মোট উন্নয়ন	৬১৯০০	৫৯৯৬৫
সর্বমোট (গ+ঘ)		১৫৩৭৩৮০	১২৯৩৪৯৬

২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

গোয়েন্দা তথ্য এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কমকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। "দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮" অনুসারে দুদকের কর্মচারীগণ "বিশ্বস্ততা, সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কমিশনের চাকুরি করিবেন এবং ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিবেন না"। বিধিমালায় আরো বলা হয়েছে, 'কোন কর্মচারীর আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থতা বা অনীহা এবং চারিত্রিক স্খলন (ঘুস গ্রহণ, অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি) বিষয়ক আচরণ কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এ সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম ও দ্রুততম শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে।'

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কমিশনের কর্মীগণ হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই কমিশন কর্মকর্তাদের কর্মপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন প্রশাসনিক কৌশল, প্রযুক্তিগত কৌশল, সর্বোপরি গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে শাস্তি এবং প্রণোদনা দুটোই সমান্তরালে পরিচালনা করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এই বিধির ১৯(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিংবা কোন ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কিনা অথবা আইন ও এই বিধিমালার আওতায় কোন অপরাধ করিয়াছেন কিনা তা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারী, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।'

সারণি ৫: ২০২৪ সনে দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ:

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরের জের	২১
২০২৪ সালে গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	০১
২০২৪ সালে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২২
২০২৪ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৯
গুরু দণ্ড	০৩
লঘু দণ্ড	০৪
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	০২

২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮ আরো যুগোপযোগী করার নিমিত্ত তা সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ইতোমধ্যে একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। মূল আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং পরবর্তীতে আনীত সংশোধনীসমূহ পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় সমস্যার উদ্ভব হয়। উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং কর্মচারীদের কার্য সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনায় আইন ও বিধিমালাসমূহের প্রথম সংস্করণ ও তৎপরবর্তী সংশোধনীসমূহ একটি সংকলন আকারে প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি সংকলন করে সংরক্ষণ করার জন্য দুদক, ম্যানুয়াল ৪র্থ খন্ড প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

কমিশনের সকল কার্যক্রমের নিবিড় তদারকির আরেকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া হচ্ছে অধীন দপ্তরসমূহে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন, বিশদ পরিদর্শন কিংবা অভ্যন্তরীণ অডিট। বর্তমানে কমিশনের মানবসম্পদ শাখার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অডিটের মাধ্যমে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগ, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এসব পরিদর্শনে আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়, অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্তসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ পরিদর্শন কাজ করে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার মহোদয়গণ প্রধান কার্যালয়ের অনুবিভাগসহ বিভিন্ন জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শন শাখা নিয়মিতভাবে এই পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সারণি ৬: ২০২৪ সনের বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহের পরিচালিত পরিদর্শন সংখ্যাঃ

পরিদর্শনের ধরণ	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়
সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন	০৪	১৬
বিস্তারিত পরিদর্শন	২৪	১২
মোট=	২৮	২৮

২.১০ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম

কমিশন কর্তৃক পরিচালিত অভিযোগের অনুসন্ধান ও মামলার তদন্তকালে জব্দকৃত/সংগৃহীত ডিজিটাল আলামত, যেমন মোবাইল ও কম্পিউটারের ডেটা, অডিও-ভিডিও রেকর্ড, তর্কিত ডকুমেন্টস প্রভৃতি বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদানের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে সহায়তা এবং বিজ্ঞ আদালতে আলামত উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়। কমিশনের অনুমোদনক্রমে ০৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কার্যপদ্ধতি সম্বলিত পরিপত্র (SOP) জারি করা হয় এবং তদনুসারে ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে নিজস্ব ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের ফলে কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে জব্দকৃত ডকুমেন্ট ও ডিজিটাল আলামতের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রদান করা হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞ মতামত চেয়ে চাহিদাপত্র উপস্থাপিত হচ্ছে।

২.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে কমিশন হতে ২০২৪ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং তথ্য প্রদানের পরিসংখ্যান

সারণি ৭: ২০২৪ সালে কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয় (প্রধান কার্যালয় ব্যতীত) ভিত্তিক তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং প্রাপ্তির পরিসংখ্যান

সাল	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন সংখ্যা	তথ্য প্রদানের সংখ্যা
২০২৪	২৬	২৫

সারণি ৮: ২০২৪ সালে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং প্রাপ্তির পরিসংখ্যান

সাল	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন সংখ্যা	তথ্য প্রদানের সংখ্যা
২০২৪	১৬৫	১৩৫

২.১২ কমিশনের আর্কাইভ সংক্রান্ত তথ্যাদি

কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আইন, বার্ষিক প্রতিবেদন, দুদক বার্তা, ক্রেস্ট, পোস্টার, ফেস্টুন, দুদক মনোগ্রামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দুদক আর্কাইভে সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা
৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম
৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম
৩.৪ প্রসিকিউশন

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা

২০০৪ সালের ২১শে নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং সমাজের সর্বস্তরে উত্তম চর্চার বিকাশ সাধনের লক্ষ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ন্ত্রণমূলক তথা অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন অর্পিত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে যথাক্রমে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা ও বিজ্ঞ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। এছাড়া কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত প্রসিকিউটরগণ বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। অনুরূপভাবে উচ্চ আদালতের রিট, রিভিশন, বিবিধ মামলা,আপিল মামলা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য কমিশনের প্রসিকিউটরগণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উল্লেখ্য, উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর (২০১৯ সালের আনীত সংশোধনীসহ) বিধিসহ প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ অনুসরণ করে থাকেন।

দুর্নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি অথবা স্ব-প্রণোদিত হয়ে যে কোন ব্যক্তি দুর্নীতি বিষয়ক কোনো অভিযোগ সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা সেগুনবাগিচা, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারেন। প্রাপ্ত অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ এবং দুদক আইনের তফসিলভুক্ত হলে (ঘুস, অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থপাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি সম্পদ ও অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি) কমিশন উক্ত অভিযোগের উপর অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ দুদক আইন, ২০০৪ ও দুদক বিধিমালা, ২০০৭ এর আলোকে প্রণীত দুদক কার্য-নির্দেশিকা, ACC Handbook, দুদক ম্যানুয়াল এ উল্লিখিত বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। পরবর্তীতে প্রকৃত অভিযুক্তদের বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে প্রসিকিউশন ইউনিটের সার্বিক সহায়তায় বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল এবং পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

অভিযোগ যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফ্লোচার্ট

৩.১.১ অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি

দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দাখিলের বেশ কিছু মাধ্যম রয়েছে। ভুক্তভোগী অথবা যে কোন ব্যক্তি সরাসরি কমিশনের প্রধান কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয় বা ৩৬টি জেলা কার্যালয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সরাসরি আবেদন করতে পারেন। অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তি দাবী করলে তাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রমাণ হিসেবে অভিযোগ প্রাপ্তির নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি রশিদ প্রদান করবে। এছাড়া দুদক হটলাইন ১০৬ এ ফোন করে অথবা ইমেইল বা পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও যে কোন ব্যক্তি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। তাছাড়া সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের বিষয়ে অভিযোগ প্রেরণ করতে পারেন।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে দুদকের কার্যক্রম আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার আওতায় কমিশন ২০২২ সালে IPMS (Investigation and Prosecution Management System) চালু করে। কোন ব্যক্তি দুদকের অনলাইন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে ওচগঝ সফটওয়্যারটিতে লগ ইন করার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

৩.১.২ অভিযোগ গ্রহণ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিভিন্ন উৎস হতে অভিযোগ সংগ্রহ করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অভিযোগসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে নিয়োজিত রয়েছে কমিশনের 'দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল'। এ সেল দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ কিংবা দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের অন্তর্ভুক্ত কি না তা যাচাই-বাছাই করে থাকে। কোন অভিযোগ কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা হয়। এছাড়া উক্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার জন্য শুনানির আয়োজন করা হয়।

সারণি ৯ এ ২০২৪ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান এবং সারণি ১০ এ ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৯: ২০২৪ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস	অভিযোগের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	পরিসমাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ/ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ
জনসাধারণ (সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে লিখিত)	৯,৫০৫	১৫,৮৪২	১৮৯৪	১২,৯৩৬	১,০১২
সরকারি দপ্তর/সংস্থা	৭৯২				
বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা	৩৯২				
পত্রিকা/টেলিভিশন প্রতিবেদন	১,১০৮				
কমিশনের বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়সমূহ	১,৫৮৪				
হটলাইন/এনফোর্সমেন্ট ইউনিট	৩৯৩				
অন্যান্য (আদালত, ফেসবুক, ই-মেইলসহ)	২,০৬১				

সারণি ১০: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র

সাল	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ
২০২০	১৮,৪৮৯	৮২২	২,৪৬৯
২০২১	১৪,৭৮৯	৫৩৩	২,৮৮৯
২০২২	১৯,৩৩৮	৯০১	৩,১৫২
২০২৩	১৫,৪৩৭	৮৪৫	৯১৩
২০২৪	১৫,৮৪২	১,৮৯৪	১,০১২

বিগত পাঁচ বছরের প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৪ সালে কমিশনে প্রায় ১৬ হাজার অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৪ সালে ১ হাজারের বেশি অভিযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। এসব অভিযোগের বিষয়ে কমিশন বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের অগ্রগতি মনিটরিংয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরিত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার জন্য শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

লেখচিত্র ১: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থার পরিসংখ্যান

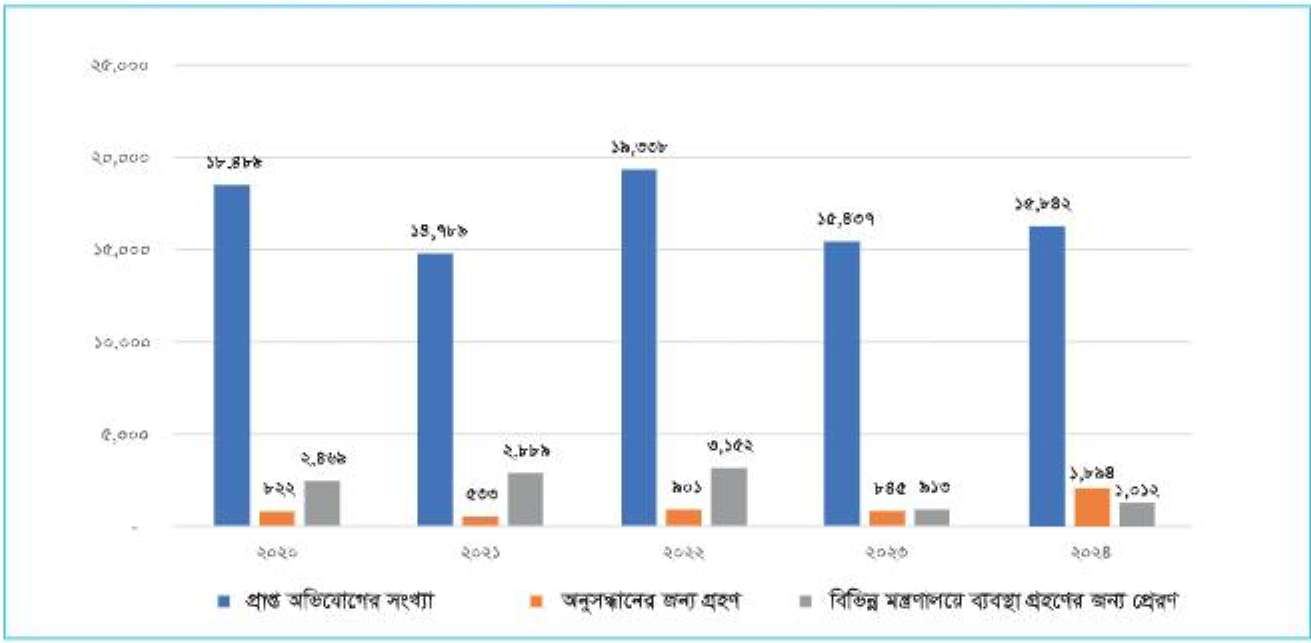

৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম

দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের প্রথম ধাপ হলো অনুসন্ধান। আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর উক্ত অভিযোগটির প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ লক্ষ্যে কমিশন দুদক আইন, ২০০৪ এর ২০নং বিধি মোতাবেক একজন কর্মকতাকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকে। উক্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অভিযোগের অনুসন্ধান শেষে বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। এক্ষেত্রে অপরাধটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা পরিসমাপ্তির সুপারিশসহ অথবা অপরাধটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে মামলা দায়েরের সুপারিশসহ সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত কমিশন বরাবর উপস্থাপন করা হয়। কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে মামলা রুজু করে থাকেন। উল্লেখ্য, কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

এছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়ার পর কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে গোপনে তথ্যানুসন্ধান করার আইনি বিধান রয়েছে। তবে যে কোন অভিযোগের উপরে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম প্রকাশ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ১৯ ও ২০ ধারায় প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে দুদক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশনের চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং) দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৬টি জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখাসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে। কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ কতিপয় বিশেষায়িত ক্ষেত্র যেমন- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম অনুসন্ধানের এখতিয়ার রাখে।

কমিশনের মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুসারে ঘুস ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে দুদক কেবলমাত্র একটি অর্থাৎ দুর্নীতি ও ঘুসের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ লন্ডারিংজনিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) সহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

যাচাই বাছাইকৃত অভিযোগের অনুসন্ধান সংক্রান্ত ফ্লোচার্ট

৩.২.১ অনুসন্ধানের আইনগত ভিত্তি

দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি দমন কমিশনকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে দুদক চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং)-এর মাধ্যমে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর অনুসন্ধানের এখতিয়ার কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগের। এর আওতাধীন বিষয় হচ্ছে: প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম।

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুসারে ঘুস ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করা মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র একটি অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত দুদক করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিআইডিসহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩.২.২ অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিস্পন্ন অনুসন্ধান ও নতুন বছরে নতুন অনুসন্ধানসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুঞ্জিভূত আকারে ২০২৪ সালে মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা ৪,২৮৫টি। কমিশন ২০২৪ সালে ৮৬১টি অনুসন্ধান সাফল্যের সাথে নিস্পত্তি করেছে। যার মধ্যে ৪৫১টি মামলা দায়ের এর মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট অনুসন্ধানসমূহ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যান্যভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি ১১ ও লেখচিত্র ২ এ ২০২৪ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১১: ২০২৪ সালের অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিস্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিস্পত্তির সংখ্যা
৩,০৮৩	১,২০২	৪,২৮৫	৮৬১*	৪৫১	৩১৮	১৫৬

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।

লেখচিত্র ২ : ২০২৪ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

সারণি ১২: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে কমিশনের মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান

সাল	মামলা দারেরের সংখ্যা
২০২০	৩৪৮
২০২১	৩৪৭
২০২২	৪০৬
২০২৩	৪০৪
২০২৪	৪৫১

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৪ সালে কমিশন কর্তৃক সাড়ে ৪ শতাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে কমিশনের দায়েরকৃত মামলার তুলনামূলক চিত্র

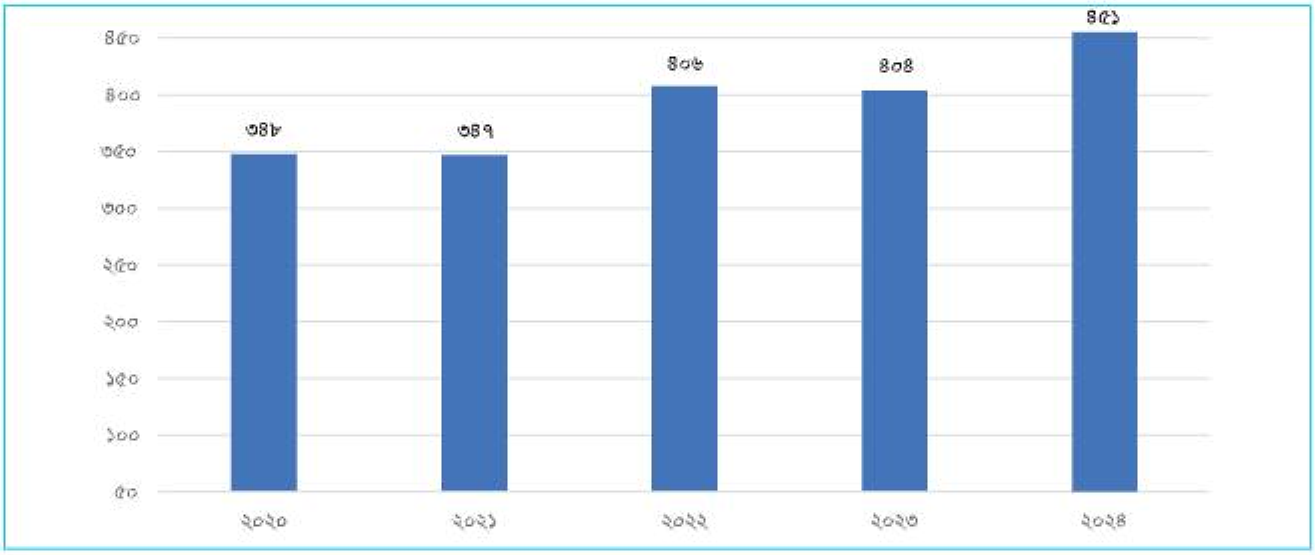

৩.২.৩ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের তথ্য

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ দুদকের আইনি দায়িত্ব। ২০২৪ সালে সম্পদ সংক্রান্ত সর্বমোট ১,৮৬২টি অনুসন্ধানের মধ্যে ২০২৪ সালে গৃহীত ৫০২টি অনুসন্ধান এবং বাকি ১,৩৬০টি অনুসন্ধান বিগত বছরসমূহের। ২০২৪ সালে কমিশন ৩৫২টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে এবং সম্পন্ন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে ২৩৬টি মামলা দায়ের করেছে।

সারণি ১৩ ও লেখচিত্র ৪ এ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল বিষয়ে পরিসংখ্যান।

সারণি ১৩: ২০২৪ সালের সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১,৩৬০	৫০২	১,৮৬২	৩৫২*	২৩৬	৬৯	৪৯

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।

লেখচিত্র ৪ : ২০২৪ সালের সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল

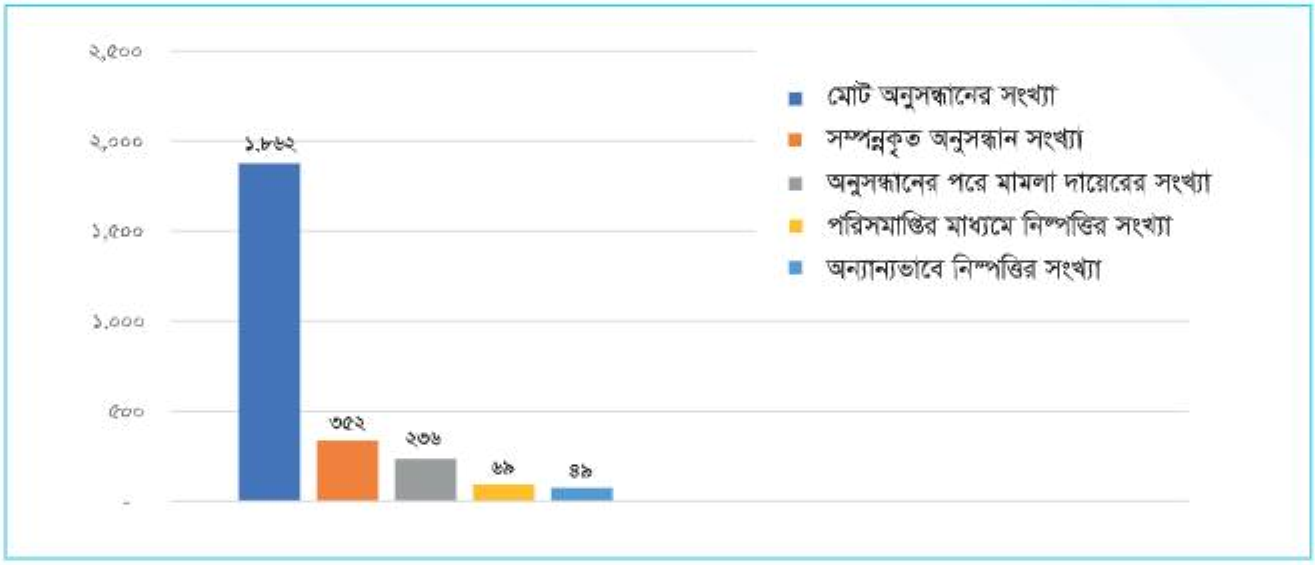

৩.২.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম

২০২৪ সালে পুঞ্জিভুত অনিষ্পন্নসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষমাণ মোট ১৯৫টির মধ্যে কমিশন ১৬টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। অতঃপর ১৩টি মামলা দায়ের ও ০৪টি অভিযোগ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

সারণি ১৪: ২০২৪ সালের দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১৩১	৬৪	১৯৫	১৬*	১৩	৪	৫

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।

লেখচিত্র ৫ : ২০২৪ সালের দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

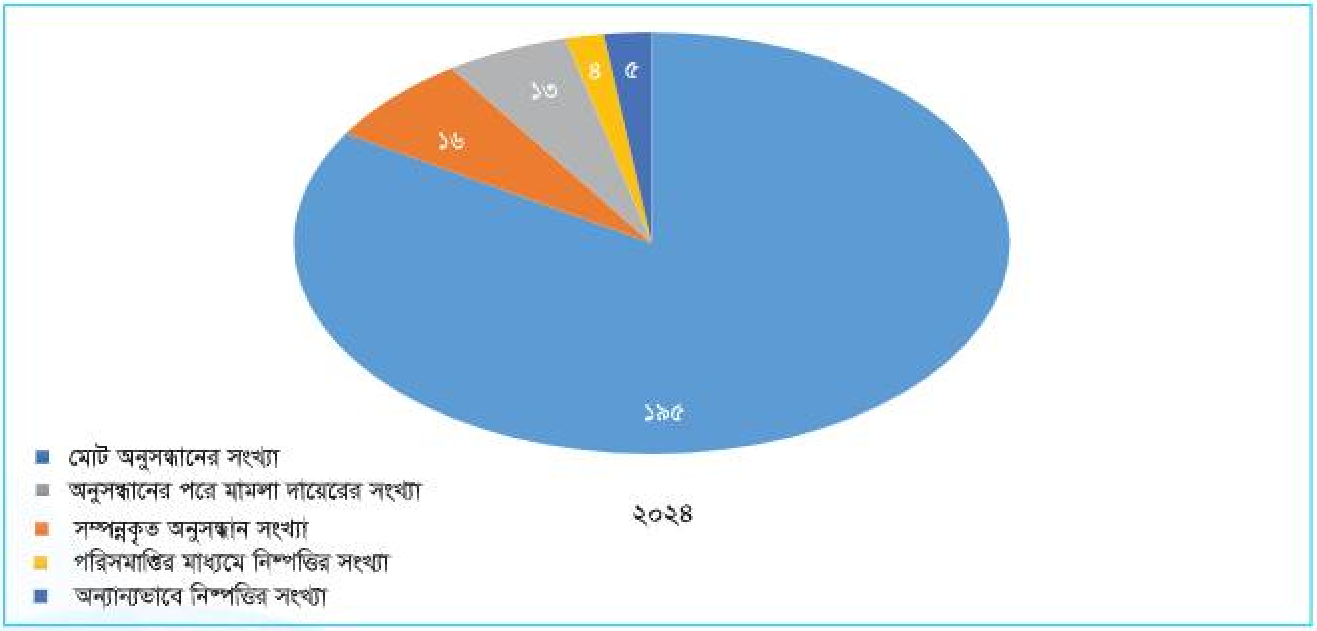

৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম

দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ হলো তদন্ত। দুর্নীতি দমন কমিশনের মূল কার্যক্রম অনুন্ধান ও তদন্ত, যা একে অপর হতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং দুইটি পৃথক পৃথক পন্থায় পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মূলত অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনের পর কোন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার পরই কেবল তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। উপযুক্ত আদালতে কোন অভিযোগের বিষয়ে বিচারার্থে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে সাক্ষ্য- প্রমাণাদি সংগ্রহের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(ক) ধারা অনুযায়ী তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হে থাকে। অনুসন্ধান পর্যায়ে কোন অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটন সাপেক্ষে মামলা রুজু করা হলে কমিশন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে থাকে। তৎপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে দুর্নীতির মামলা প্রমাণের লক্ষ্যে দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভ করেন, যার আলোকে তিনি সাক্ষীর প্রতি নোটিশ জারী ও সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, কোন দলিল উদঘাটন এবং উপস্থাপন করা, সাক্ষ্য গ্রহণ, কোন আদালত বা অফিস হতে পাবলিক রেকর্ড বা তার অনুলিপি তলব করা, দলিল পরীক্ষা করার জন্য নোটিশ জারী করা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের এখতিয়ার রাখেন। তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি এর ১৭৩ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশন বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কমিশন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট হলেই কেবল অভিযোগপত্র কিংবা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দিয়ে থাকে। মামলার অপরাধ তদন্তে প্রমাণিত, কিন্তু দুদকের তফসিলভুক্ত নয় এমন হলে তা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও কমিশন আদালতের নির্দেশক্রমে যে কোন অভিযোগ তদন্তের এখতিয়ার রাখে।

অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলার/আদালতের নির্দেশক্রমে তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ফ্লোচার্ট

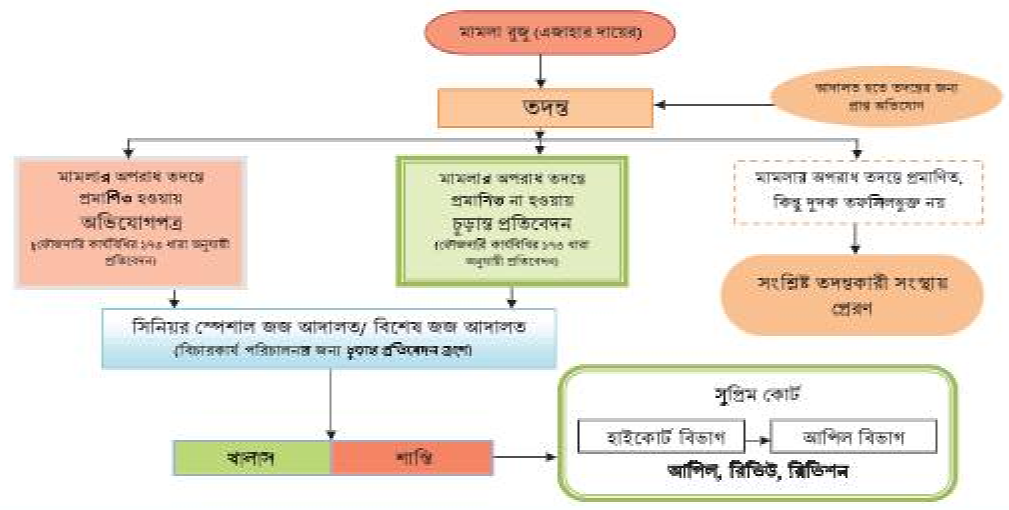

৩.৩.১ তদন্তের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতির অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনা দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম প্রধান সংবিধিবদ্ধ কার্য (দুদক আইন ২০০৪-এর ১৭(ক) ধারা)। তদন্তের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের ভিত্তি। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারা তদন্ত কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে দুদক চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুবিভাগগুলো হলোঃ তদন্ত অনুবিভাগ ১ ও তদন্ত অনুবিভাগ ২, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করে কমিশনের বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

৩.৩.২ পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২৪ সালের তদন্ত কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি তদন্ত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে (সময়াবদ্ধ) নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্ত শেষ করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে। এতে তদন্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২৪ সালে মোট তদন্ত সংখ্যা ছিল ২,১৫৬টি। কমিশন ২০২৪ সালে ৫১৮টি তদন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন এসব তদন্তের ওপর ভিত্তি করে কমিশন ৪০৩টি মামলায় চার্জশিট বা অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। বাকি সম্পন্ন তদন্তগুলোর মধ্যে ১০৭টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতায় ১০টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সারণি ১৫: ২০২৪ সালের মামলার তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	মোট তদন্তের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিস্পত্তির সংখ্যা
১,৬২৭	৫২৯	২,১৫৬	৫১৮	৪০৩	১০৭	১০

লেখচিত্র ৬ : ২০২৪ সালের সামগ্রিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

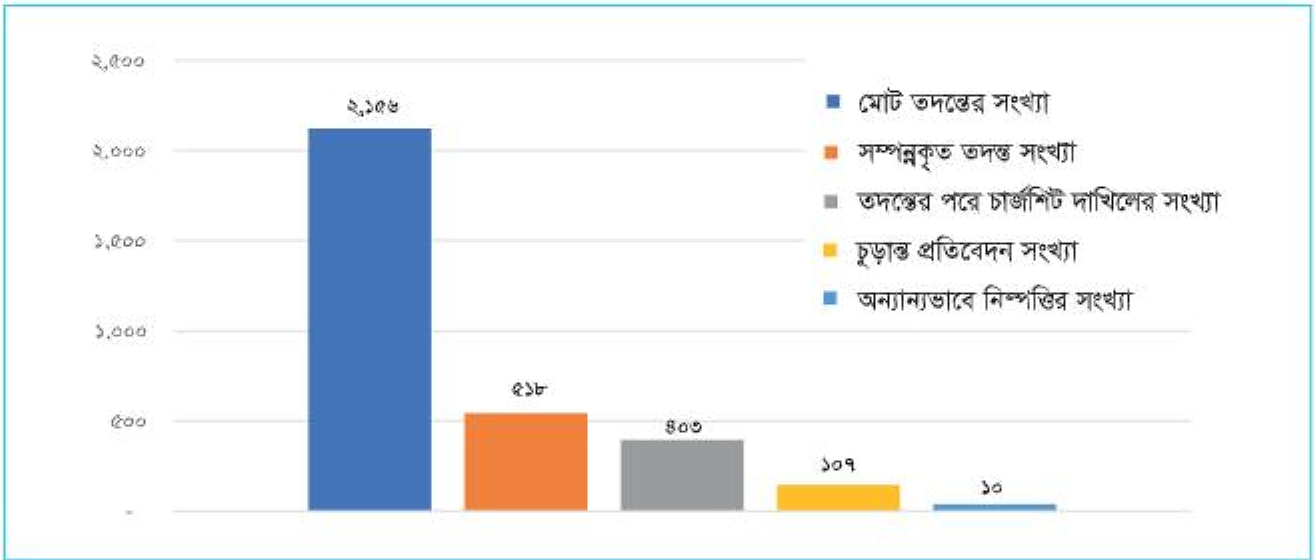

সারণি ১৬: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	চার্জশিট অনুমোদন
২০২০	২২৮
২০২১	২৬০
২০২২	২২৪
২০২৩	৩৬৩
২০২৪	৪০৩

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক অনুমোদনকৃত চার্জশিটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশন কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, তদারককারী কর্মকর্তাদের মনিটরিং জোরদার, ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা ২০২৪ সালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৭ : ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র

৩.৩.৩ জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদের তদন্ত

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনি দায়িত্ব। ঘুস, দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনো অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৬ ও ২৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্পদ সংক্রান্ত মোট ৯৪০টি তদন্তের মধ্যে ২০২৪ সালে নতুন ৩০২টি তদন্ত গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট ৬৩৮টি তদন্ত বিগত বছরসমূহের। কমিশন ২০২৪ সালে সম্পদ সংক্রান্ত ১৩৩টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত তদন্তের ওপর ভিত্তি করে ৯৭টি চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ১১টি তদন্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা ১টি।

সারণি ১৭ এ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনা ও এসব তদন্তের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১৭: ২০২৪ সালের সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিস্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	মোট তদন্তের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা
৬৩৮	৩০২	৯৪০	১৩৩	৯৯	১১	১

৩.৩.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইন অনুসারে দুদক কেবল ঘুস ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ তদন্ত করতে পারে। আইনে বর্ণিত বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) সহ একাধিক সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সারণি ১৮: ২০২৪ সালের মানিলন্ডারিং মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিস্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	মোট তদন্তের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা
১০৯	৩২	১৪১	১৮	১৬	-	-

৩.৩.৫ ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়

ঘুস লেনদেনের অবসান এবং দুর্নীতির উৎস নির্মুল করার লক্ষ্যে কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুস বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশনের অনুমোদনের ভিত্তিতে ফাঁদ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ঘুস দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতেনাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুস দাবি করলে ঘুস প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুস বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারণি ১৯ এ ২০২৪ সালে ফাঁদ মামলার ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১৯: ২০২৪ সালে ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিস্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	মোট তদন্তের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিস্পত্তির সংখ্যা
-	-	-	-	-	-

সারণি ২০ এ বিগত পাঁচ বছরের তথ্য ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি ২০: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা

সাল	ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা
২০২০	১৮
২০২১	০৬
২০২২	০৪
২০২৩	০৩
২০২৪	০০

৩.৪ প্রসিকিউশন কার্যক্রম

দুদক আইনের ৩৩ ধারা মোতাবেক কমিশন কর্তৃক তদন্তকৃত এবং স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য কমিশনের নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ আইনজীবীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত প্রসিকিউশন ইউনিটটি সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বতর্মানে কমিশনের প্রসিকিউটরগণ লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন অনুবিভাগের অধীনে বিচার আদালতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুরূপভাবে, উচ্চ আদালতে রিট, রিভিশন, ফৌজদারি আপিল যুগপৎভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের পর আইনের আওতায় আনয়নের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন অপরাধের বিষয় বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করে থাকে। আর এ লক্ষ্যে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ধারা ১৭ (খ) অনুযায়ী নিম্নোক্ত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে থাকে।

- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২;
- দণ্ডবিধি-১৮৬০;
- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭;
- দ্যা ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮;
- সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা।

৩.৪.১ কমিশন যে সকল অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ)-এর তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ ; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (পেনাল কোড) ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯ ধারার অধীন অপরাধসমূহ এবং ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক ধারার অধীনে কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারা (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) এবং এই ধারার উপধারায় সংশ্লিষ্ট সংঘটিত যে কোনো অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩২(১) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীনে ও আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবল স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে। কিন্তু 'দ্যা ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ ও দুদক আইন, ২০০৪ এর মধ্যে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় সৃষ্টি হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে [দুদক আইনের ২৮(৩) ধারা]। আপিলের ক্ষেত্রে 'দ্যা ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ প্রযোজ্য হবে। কমিশনের আইন অনুবিভাগ আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি তত্ত্বাবধান এবং কমিশনের মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত এই অনুবিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীগণ সংশ্লিষ্ট আদালতে কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে বিশেষ জজ আদালতে ও বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে কমিশনের পক্ষে দুর্নীতির মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন আলাদা প্যানেলে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। ১২১ সদস্যের প্যানেল আইনজীবীদের 'পাবলিক প্রসিকিউটর' বলা হয়, যাঁরা ঢাকাসহ ঢাকার বাইরের ১৩টি বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করছেন। এভাবে ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২১ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৬ জন, রংপুর বিভাগে ১২ জন, খুলনা বিভাগে ১৭ জন, বরিশাল বিভাগে ১০ জন এবং সিলেট বিভাগে ০৭ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ০৯ জন আইনজীবী কমিশনের হয়ে কাজ করছেন। উল্লিখিত পাবলিক প্রসিকিউটর ছাড়াও ঢাকার বাইরেও কেস টু কেস ভিত্তিতে ১৪ জন পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দেয়া আছে। এছাড়া উচ্চ আদালতে ২৫ জন বিজ্ঞ আইনজীবী দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন।

৩.৪.২ বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনা

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা এবং মামলায় সাজা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দুদক কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আইন অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিটি মামলায় সম্পৃক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং ধার্য তারিখে আইনজীবী ও সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে থাকেন। ২০২৪ সালে বিশেষ জজ আদালতে ২৯৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২৭৪টি (প্রায় ৯২.৮৮%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ২১টি বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত মামলা। মোট ১৩৮টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৪৮.১৭% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ২৮.৫৭%।

সারণি ২১: ২০২৪ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩			২০২৪		
	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	২,৯৯৪	৩৫৯	৩,৩৫৩	৩,০৬৬	৩৪৪	৩,৪১০
বিচার চলমান মামলার সংখ্যা	২,৭৪৫	১৮২	২,৯২৭	২,৮২৯	১৮১	২,৯৮৮
স্থগিত মামলার সংখ্যা	২৪৯	১৭৭	৪২৬	২৩৭	১৬৩	৪০০
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২৮৩	৩০	৩১৩	২৭৪	২১	২৯৫
শাস্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	১৯০	৫	১৯৫	১৩২	৬	১৩৮
খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা	৯৩	২৫	১১৮	১০৫	১১	১১৬
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	-	-	-	৩৭	৪	৪১

সারণি ২২: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের মামলায় সাজার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	দুদকের মামলার সাজার হার	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলার সাজার হার
২০২০	৭২%	৪৮%
২০২১	৬০%	৩০%
২০২২	৬৪.১৭%	৩৫.৯০%
২০২৩	৬৭.১৩%	১৬.৬৭%
২০২৪	৪৮.১৭%	২৮.৫৭%

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ (সারণি ২২) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৪ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজার হার ৪৮.১৭%।

সারণি ২৩: ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান

বিবরণ		২০২৩			২০২৪		
		দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
ঢাকা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১১১	৪	১১৫	৯২	৭	৯৯
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৮০	১	৮১	৪৮	২	৫০
ঢাকার বাইরে	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৯২	৩৪	২২৬	১৮২	১৪	১৯৬
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	১১০	৪	১১৪	৮৪	৪	৮৮

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০২৪ সালে ৯৯টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ১৯৬টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। অন্যদিকে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ২১টি।

৩.৪.৩ বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

সারণি ২৪: ২০২৪ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩	২০২৪
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০	৪৬
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	১৯	২৪
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	১১	১৬
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা	-	৬

এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৪ সালে কমিশনের দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার প্রায় ৫২.১৭%।

সারণি ২৫: ২০২৪ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩	২০২৪
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১০	১৫
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৮	৯
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	২	৬

এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৪ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার ৬০%। দুদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মানিলন্ডারিং মামলায় নিখুঁত তদন্ত সম্পন্ন করে সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারায় এ সাফল্য এসেছে।

সারণি ২৬: ২০২৩ ও ২০২৪ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য ফাঁদ মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩	২০২৪
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২৫	১৪
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	১৩	৫
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	১২	৭
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা	-	২

সারণি ২৬ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৪ সালের কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত ফাঁদ সংক্রান্ত ৩৫.৭১% মামলায় সাজা হয়েছে।

সারণি ২৭: ২০২৪ সালের কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজা, জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্য

*	সাজা =	(কমিশন ১৩২+বিলুপ্ত ব্যুরো ৬)= ১৩৮টি	মোট= ২৯৫টি
*	খালাস =	(কমিশন ১০৫+বিলুপ্ত ব্যুরো ১১)= ১১৬টি	
*	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	(কমিশন ৩২+বিলুপ্ত ব্যুরো ৪)= ৩৬টি	
*	প্রসিকিউশন প্রত্যাহার =	(কমিশন ৫+বিলুপ্ত ব্যুরো ০)= ৫টি	
*	কমিশন =	৪৮.১৭% (সাজার হার)	
*	বিলুপ্ত ব্যুরো =	২৮.৫৭% (সাজার হার)	
*	জরিমানার অর্থ =	১১৪৭,৩৩,৭২৭,৪৪ টাকা	
*	বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের মূল্য =	১১,৭৫,০১,১৩৭ টাকা	
*	মোট পেন্ডিং মামলার সংখ্যা =	(কমিশন ৩,০৬৬+বিলুপ্ত ব্যুরো ৩৪৪)= ৩,৪১০টি	
*	২০২৩ সালে মোট নিষ্পত্তি =	(কমিশন ৩০৩+বিলুপ্ত ব্যুরো ৩৮)= ৩৪১টি	

সারণি ২৮: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অর্থ জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাল	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
২০২০	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৩,০৩,৬৯,০০০
২০২১	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	১০,২০,৮৬,৯২৮
২০২২	২৬৩২,৪১,৪৩,৭৮৩	১৩,৯৬,১৯,১৬৭
২০২৩	১৬৮৩,৬৭,৩৭,৫৪৬	১৭,৯৭,৬৩,০৭৫
২০২৪	১১৪৭,৩৩,৭২,৭৪৪	১১,৭৫,০১,১৩৭

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কমিশনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ বা ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না; এসব সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ করে। তবে আদালত কর্তৃক কমিশনকে কোনো ক্রোককৃত সম্পদের রিসিভার নিয়োগ করা হলে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কমিশনের পক্ষে আদালতের আদেশ মোতাবেক ওই সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে "অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২০" অনুসরণ করা হয়।

সারণি ২৯: সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুদকের সাফল্য

২০২৪ সালের ক্রোককৃত সম্পদ ও অবরুদ্ধকৃত সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য

আদেশের সংখ্যা		৬৯ টি নথিতে ক্রোককৃত সম্পদ	৩৮ টি নথিতে অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
৯১ টি	দেশে	২৮১.১৭ একর জমি, মূল্য- ৬৩,২৯,২৭,০৯২/- ৮৪ টি বাড়ী/ভবন, মুল্য- ৬৫,৮০,৩৩,৮৪৭/- ৮০ টি ফ্ল্যাট, মূল্য- ২২,৩৫,৩৮,২৭০/- ১৬ টি প্লট ও স্থাপনা মূল্য- ২,২৭,৬৭,৮৩৭/- ০১ টি এগ্রো ফার্ম- ১,৪০,৫৪,৪৯১/- ০৮ টি গাড়ি- ৮১,৪০,০০০/- ০১ টি রিসোর্ট মূল্য- ৭৮,৫০,০০০/- ১১ টি দোকান ও কমার্শিয়াল স্পেস- ৩,৯৭,২৪,২৯২/- ০১ টি অফিস স্পেস মূল্য- ৩৭,২৯,০০০/- ০৬ টি বানিজ্যিক স্পেস- ৬,৮৬,৭৫,০০০/- ০১ টি বানিজ্যিক কোম্পানি- ২,৫২,৮১,২০৪/-	৫৫০টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতি ১৪১,৪১,৮৫,৭৪৫.৫০/- ১৯টি বিও হিসাবে স্থিতি ৪৪,৬৫,২৫,৩৯৪/- ৩০টি সঞ্চয়পত্র মোট স্থিতি ৪,৮৩,০০,০০০/- ৪২ টি কোম্পানির মোট শেয়ার ৩,৭৮,৬৬৫১৭ টি স্থিতি উল্লেখ নাই।
	বিদেশে	২৪৪ টি ফ্ল্যাট মূল্য উল্লেখ নেই। ২০ টি প্লট মূল্য উল্লেখ নেই। ৭৯ টি এপার্টমেন্ট মূল্য উল্লেখ নেই। ০৪টি ব্যাংক হিসাবে স্থিতি- ২০০২০৬.৭২ ইউ.এস ডলার।	
	মোট মূল্য	১৭০,৫৫,৩২,০৩৩/- (একশত সত্তর কোটি পঞ্চান্ন লাখ বত্রিশ হাজার তেত্রিশ) টাকা।	১৯০,৯০,১১,১৪০/- (একশত নব্বই কোটি নব্বই লাখ এগারো হাজার একশত চল্লিশ টাকা) মাত্র।

সারণি ২৯ পর্যালোচনা করলে বলা যায়, কমিশন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের তাড়া করছে। কেউ যেন অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে দুদক তার আইনি দায়িত্ব পালন করছে।

৩.৪.৪ উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে কমিশন ২৬ জন আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছে। মামলার বিষয়ে কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য একজন আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট সেলে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি-২৮ ও ২৯-এ সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন দুদকের মামলাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৩০: সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি/রিট/আপিল মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৪			২০২৪ সালে নিষ্পত্তি	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২৪ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২৪ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৯০০	৫২৩	১,৪২৩	৫৬৩	১১০	৫০	১৬০	৭৩	৮৭
রিট আবেদনের সংখ্যা	৭১১	৮৬	৭৯৭	২৭	২২৬	৭	২৩৩	৬	২২৭
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	১,১৭১	১৫৯	১,৩৩০	২০	১৩	৩	১৬	২	১৪
ফৌজদারি পুনঃ বিবেচনা (ক্রিঃ রিভিশন মামলার সংখ্যা)	৬৪০	১৪১	৭৮১	২০	৭৭	১৩	৯০	৩	৭৭
মোট =	৩,৪২২	৯০৯	৪,৩৩১	৬৩০	৪২৬	৭৩	৪৯৯	৮৪	৪১৫

সারণি ৩১: সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ফৌজদারি আপিল/বিবিধ/রিভিশন/রিট হতে উদ্ভূত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৪			বর্তমানে পেন্ডিং	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২৪ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পুর্ববর্তী সময়ের জের	২০২৪ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	১৭৯	১৩০	৩০৯	১৯৯	২২	৪৭	৫৯	২৮	৪১
রিট আবেদনের সংখ্যা	১৪৪	১০	১৫৪	১৫৪	৪৫	৯	৫৪	০	৫৪
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৮১	২২	১০৩	১০০	১৭	৫	২২	০	২২
ফৌজদারি পুনঃ বিবেচনা মামলার সংখ্যা	৯৯	২৬	১২৫	১২৫	১৫	১৮	৩৩	০	৩৩
মোট =	৫০৩	১৮৮	৬৯১	৫৭৮	৯৯	৭৯	১৭৮	২৮	১৫০

সারণি ৩২: ২০২৪ সালের স্থগিত মামলার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

আদালতের নাম	স্থগিত মামলার সংখ্যা
বিচারিক/নিম্ন আদালত	৪০০
হাইকোর্ট বিভাগ	৪১৫
আপিল বিভাগ	১৫০

সারণি ৩৩: দুর্নীতি দমন কমিশনের পাঁচ বছরের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম		২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪
অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা		৮২২	৫৩৩	৯০১	৮৪৫	১,৮৯৪
কমিশনের মামলা দায়েরের সংখ্যা		৩৪৮	৩৪৭	৪০৬	৪০৪	৪৫১
চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা		২২৮	২৬০	২২৪	৩৬৩	৪০৩
ফাঁদ মামলার সংখ্যা		১৮	০৬	০৪	০২	০
মামলায় সাজার হার (%)	দুদকের মামলা	৭২%	৬০%	৬৪.১৭%	৬৭.১৩%	৪৮.১৭%
	ব্যুরোর মামলা	৪৮%	৩০%	৩৫.৯০%	১৬.৬৭%	২৮.৫৭%
অর্থ জরিমানা (টাকা)		৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	২৬০২,৪১,৪৩,৭৮৩	১৬৮৩,৬৭,৩৭,৫৪৬	১১৪৭,৩৩,৭২,৭৪৪
বাজেয়াপ্ত (টাকা)		৩,০৩,৬৯,০০০	১০,২০,৮৬,৯২৮	১৩,৯৬,১৯,১৬৭	১৭,৯৭,৬৩,০৭৫	১১,৭৫,০১,১৩৭
ক্রোককৃত সম্পদ (টাকা)		১৮০,১১,৯১,৭৪৬	৩২৬.৭১,৪৬,৬২৮	৫৮৫,৯২,৫৮,১৫৬	২৮৩,৪২,৩৬,৮৪৫	১৭০,৫৫,৩২,০৩৩
অবরুদ্ধ সম্পদ		১৫২,৯২,৮৬,৪৯৬ টাকা	১১৬১,৫৮,১৪,৪৮০ টাকা, ৫৮৬.৭৫ (পাউন্ড), ৭২,৪১,০৫৭,০৫ (কানাডিয়ান ডলার), ৬১,৪৯,৭১৮.২২ (অস্ট্রেলিয়ান ডলার), ৪৩,৭৪৯২০.২২ (ইউএস ডলার), ১,০১,৭২৯.৩৬ (ইউরো) এবং ২৪,০০০ (পাউন্ড)	২২৪,৭৯,৭৫,১৬৬ টাকা ও ২৭,৯৫৪.২১ (ইউএস ডলার)	১৩২,০১,৯৩,১০০ টাকা	১৯০,৯০,১১,১৪০ টাকা

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

৪.১ ভূমিকা
৪.২ এক নজরে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

৪.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশনের মৌলিক অভিপ্রায় হলো দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আইনগতভাবে দেশের দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশের দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্ঠা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি কমিশন আইনের ১৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বর্ণিত অনুসন্ধান, তদন্তসহ অন্যান্য কার্যাবলির পাশাপাশি ঘটমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত আইনের ১৭(ট) ধারার আওতায় দুর্নীতি দমন কমিশন এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

৪.২ এক নজরে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অধীনে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করছে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট। কমিশনের অভিপ্রায় অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক, ৪ জন উপসহকারী পরিচালকসহ মোট ২৬ জন জনবল বিশিষ্ট এনফোর্সমেন্ট ইউনিট ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে বর্তমানে ১ জন উপপরিচালক, ৪ জন সহকারী পরিচালক, ৩ জন উপসহকারী পরিচালকসহ মোট ১৩ জন কর্মরত আছেন।

৪.২.১ এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের কার্যক্রম

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট মূল কার্যক্রম হচ্ছে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আপসহীন অভিযান পরিচালনা করা। আইনের তফসিলভুক্ত অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনাসহ ৫টি পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তফসিলভূক্ত অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগ, যেমন-ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড অনুমোদনের বাইরে অতিরিক্ত ফি আদায়, সামাজিক বিরোধ, পারিবারিক জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে নাগরিকগণ অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করা হয়, তেমনি তফসিল বহির্ভূত জনগুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেলিফোনে সতর্কতাপূর্বক অভিযোগের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

কার্যকর এনফোর্সমেন্ট অভিযানের জন্য দুর্নীতি সংক্রান্ত সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কর্তৃক অভিযান পরিচালনার নিমিত্ত অভিযোগ গ্রহণের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে দুদক হটলাইন ১০৬। জনস্বার্থ বিবেচনায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর একটি নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে দুদক অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬ (হটলাইন)। হটলাইন ১০৬ এ প্রাপ্ত দুর্নীতির সংবাদ, দুদকের গোয়েন্দা ইউনিট কর্তৃক সংগৃহীত বা প্রাপ্ত তথ্য, জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ই-মেইল (chairman@acc.org.bd), ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/acc.org.bd) বা দপ্তরে সরাসরি প্রাপ্ত অভিযোগ বা তথ্য অভিযান পরিচালনার জন্য বিবেচিত হয়।

বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ পরবর্তীতে কমিশনের মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে পরিচালক/উপপরিচালক (গোয়েন্দা ইউনিট), উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট ইউনিট) এর সমন্বয়ে গঠিত যাচাই বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি আলোচনার মাধ্যমে উক্ত অভিযোগসমূহকে নিম্নোক্ত ০৬ ভাগে বিভক্ত করেন:

১) অভিযান পরিচালনা
২) ফাঁদ মামলা পরিচালনা
৩) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ
৪) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোনিক নির্দেশনা প্রদান
৫) দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেলে প্রেরণ
৬) এনফোর্সমেন্টযোগ্য নয়/পরিসমাপ্তি।

অভিযান পরিচালনার জন্য নির্বাচিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে মহাপরিচালক (প্রশাসন) তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ করেন। টিম অভিযান পরিচালনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। টিমের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর সর্বশেষ সংশোধনী এর বিধি ১০(চ) অনুযায়ী তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের, অনুসন্ধানের অনুমোদন গ্রহণ, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পত্র প্রেরণ, পরিসমাপ্ত ও অন্যান্য সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট অভিযান। তাৎক্ষণিক এসব অভিযানের মাধ্যমে অনেকাংশেই ঘটমান দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিতর্কিত নিয়োগ বন্ধ করা, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ উদ্ঘাটন, নিম্নমানের নির্মাণকাজ বন্ধ করা, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, সরকারি খাস জমি উদ্ধার, নদী-খাল ও সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সময় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা নেওয়া হয়। ফলে অভিযানের মান এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে বর্তমানে প্রতিটি অভিযান সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হচ্ছে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এসব অভিযানের কারণে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হচ্ছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে নাগরিকগণ তাদের অধিকার নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন, সরকারি কর্মকর্তাগণও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন।

৪.২.২ ২০২৪ সালের উল্লেখযোগ্য এনফোর্সমেন্ট অভিযানসমূহ:

সারণি ৩৪: ২০২৪ সালের উল্লেখযোগ্য এনফোর্সমেন্ট অভিযানসমূহ:

ক্রমিক নং	বিষয়	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর	সংখ্যা
০১	পাসপোর্ট অফিসে সেবা প্রদানে ঘুষ দাবি ও হয়রানি	পাসপোর্ট অফিস	৩২
০২	গ্রাহকের দলিল সম্পাদন বাবদ ঘুষ দাবি ও হয়রানি	সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	৩
০৩	রাস্তা সংস্কার ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার	এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	২৩
০৪	হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় হয়রানি	জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/হাসপাতাল	২৫
০৫	ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম	বিআরটিএ	১৫
০৬	অবৈধভাবে একাধিক গ্যাস সংযোগ ব্যবহার	তিতাস গ্যাস	৪
০৭	ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে অনিয়ম	ভূমি অফিস/ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১০
০৮	শিক্ষা অফিসে বিভিন্ন অনিয়ম	জেলা/উপজেলা শিক্ষা অফিস	৯
০৯	রেলওয়ের বিভিন্ন অনিয়ম	বাংলাদেশ রেলওয়ে	৯
১০	কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম	কৃষি অধিদপ্তর	৪
১১	সেচ প্রকল্পে অনিয়ম	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৬
১২	গৃহায়ণ সংক্রান্ত অনিয়ম	গণপূর্ত অধিদপ্তর	৬

স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সেবা, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বন ও পরিবেশ, পরিষেবা, প্রকৌশল, কৃষি ইত্যাদি সেক্টরে এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানের মাধ্যমে দপ্তরসমূহে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে এই অভিযান দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অভিযান পরিচালনাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয়ভাবে যেমন কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিটকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের প্রাত্যহিক কার্যক্রম যেমন-অভিযান, তথ্যানুসন্ধান, পত্র প্রেরণ, ফাঁদ কার্যক্রম ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/acc.org.bd)-এ তথ্য প্রকাশের ফলে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ অবহিত হচ্ছেন। জনগণের এই অবহিতকরণে সহায়ক হয়ে ওঠে, এবং এতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে নাগরিকগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হচ্ছেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় দাবি দাওয়া তুলে ধরছেন। ফেসবুক পেইজ এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত আপডেট পাওয়া যায়, যা জনগণের কাছে পৌঁছে যেতে সহায়ক। এছাড়া, কমিশন গঠনমূলক সমালোচনাগুলো গ্রহণ করে এবং জনগণের মতামত অনুযায়ী এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের কার্যক্রমের মান আরো উন্নত করার জন্য সচেষ্ট রয়েছে।

সারণি ৩৫: ২০২৪ সালে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

	অভিযোগ প্রাপ্তি					এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম							এনফোর্সমেন্ট পরবর্তী কার্যক্রম				
	মোট প্রাপ্ত ফোন কল	রেকর্ডকৃত মোট অভিযোগ	দৈনিক ও সাপ্তাহিক অভিযোগ সেল হতে	ই-মেইল, চিঠি, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অন্যান্য সোর্স	বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ	দুদক টিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযান	বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের সংখ্যা	প্রেরিত পত্রের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ/ফিডব্যাক	টেলিফোনিক নির্দেশনা প্রদান	তথ্যানুসন্ধান	ফাঁদ মামলা	পুঞ্জীভূত মোট কার্যক্রম	সরাসরি মামলা দায়ের	অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা	প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ	প্রাপ্ত প্রতিবেদনে সত্যতা নেই/পরিসমাপ্ত	প্রতিবেদনের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত
	১	২	৩	৪	৫ (২+৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২ (৬+৭+৮+৯+১০+১১)	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭ (১৩+১৪+১৫+১৬)
মোট	১৫,৫০১	৬২৬	১৯	৭৮৫	১৪৩০	২৮১	৫২৮	১১৪	৫০	-	-	৯৭৩	২	৫৮	২৭১	৩৪২	৬৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৫.১ ভূমিকা
৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি
৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম
৫.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশীদারত্ব

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৫.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ ধারায় কমিশনের কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। আইন অনুসারে কমিশনের ১১টি কার্যক্রমের মধ্যে ৬টি কার্যক্রম দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন বাস্তবসম্মত বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। নাগরিকদের যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সংবেদনশীল করা যায় তবেই দুর্নীতি প্রতিরোধ সহজ হতে পারে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই কমিশন দেশের সকল নগর/ মহানগর, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছে। এ সকল কমিটির সদস্যগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজ শক্তিকে জাগ্রত করার মানসে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, বিদ্যুৎসহ সেবাখাতে যে সকল অনিয়ম, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন নগর, মহানগর, জেলা ও উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গড়ে তুলেছে কমিশন। সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে এ সকল কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে দুর্নীতি তথা সকল প্রকার অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার লক্ষ্যে কমিশন এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ..."। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ যদি তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং সম্মিলিতভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাহলে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। দুর্নীতি দমন কমিশন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একই ছায়াতলে আনতে চায়। এ কারণেই কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে সর্বস্তরের নাগরিকের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

৫.১.১ গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না..."। কমিশন সকলের সহযোগিতায় দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয় ভোগ করার এ অনৈতিক পথ রুদ্ধ করতে চায়। দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৭ (চ) ধারায় বলা হয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা"। আবার একই আইনের ১৭ (ছ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। ১৭(ট) ধারায় বলা হয়েছে, 'দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।"

কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অনুবিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সততা স্টোর, সততা সংঘ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনসহ জনসাধারণের অর্ন্তভুক্তিমূলক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কমিশন এ অনুবিভাগের মাধ্যমে মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থার গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক তা পরিচালনা করছে। প্রতিটি কমিটি গঠনে এই গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুসরণ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চার বিকাশে কমিশন সততা স্টোর গঠন করেছে। এক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সততা স্টোর গঠনের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৫.২.১ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ দুরূহ। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, পেশাজীবীসহ সকলকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একই প্ল্যাটফর্মে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজে শুদ্ধাচার ও শুদ্ধাচারের বিকাশে সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কমিশন আশান্বিত, কারণ দেশের আপামর জনসাধারণ দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের কার্যক্রমকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছেন এবং দুর্নীতিবাজদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করছেন।

৫.২.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি

দুর্নীতি প্রতিরোধের কর্মসূচি পরিপূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে কমিশন দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও মহানগরগুলোতে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে এবং এ সকল কমিটির মাধ্যমে আচরণগত উৎকর্ষ তথা উত্তম চর্চার বিকাশে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬ সালে সংশোধিত মহানগর/জেলা/ উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থা গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুযায়ী অনধিক ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং অনধিক ৯ সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং ৭ সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। কমিটির সকল সদস্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত হন এবং কমিশনের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়/জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকেন। কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য হন। বিদেশি কোনো নাগরিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ বা দেউলিয়া ঘোষিত, ঋণখেলাপি, কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত অথবা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না। মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও সক্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনের অর্থ ও হিসাব অধিশাখা কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সকল প্রকার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অধিশাখা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কমিটির যে কোনো তিন সদস্যের সমন্বয়ে হিসাব-নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি নির্ধারিত সময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে কমিটির নিকট নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোনো কমিটির হিসাব পরিদর্শন করতে পারেন। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এ নীতিমালার আলোকেই দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সারণি ৩৬: ২০২৪ সালের বিভাগভিত্তিক উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির (দুপ্রক) সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	মহানগর দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	উপজেলা দুপ্রক	মোট দুপ্রক
১	ঢাকা	০৮	১২	৭৭	৯৭
২	চট্টগ্রাম	০১	১০	৯৩	১০৪
৩	রাজশাহী	-	০৮	৬০	৬৮
৪	খুলনা	-	১০	৫০	৬০
৫	বরিশাল	-	০৬	৩৬	৪২
৬	সিলেট	-	০৪	৩৬	৪০
৭	রংপুর	-	০৮	৫০	৫৮
৮	ময়মনসিংহ	-	০৪	৩১	৩৫
	মোট	০৯	৬২	৪৩৩	৫০৪

সারণি ৩৭: ২০২৪ সালে মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের বিভাগওয়ারী কার্যক্রম

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	আলোচনা সভা	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	রচনা প্রতিযোগিতা	মানববন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
১	ঢাকা	২৭৯	৪৬৫	৬৫	৮৩	৭২	২৫	০২	২৬৮	০৬
২	চট্টগ্রাম	১৪১	১২৮	৭৪	০২	২৮	৫১	০৩	১৩৪	-
৩	রাজশাহী	১৩৮	৬৮	১৮	৬৮	৫২	-	-	২৭৪	০২
৪	খুলনা	৩৭৭	৮৯	৮৯	১০৭	১০৭	৭৮	-	৮৯	০২
৫	বরিশাল	৮৫	৪১	১৮	২১	১৭	০৪	-	৩৬	-
৬	সিলেট	৮০	২৩	১৩	৪৪	৩২	১৪	-	১০০	০২
৭	রংপুর	২৪০	৫৯	৬৭	৬২	৮৯	৪৭	০৪	৩৪৫	০৬
৮	ময়মনসিংহ	৩০২	১৭৫	৩৮	১৪৫	৩২	-	-	৩১৬	-
	মোট	১,৬৪২	১,০৪৮	৩৮২	৫৩২	৪২৯	২১৯	০৯	১,৫৬২	১৮

৫.২.৩ 'সততা সংঘ' তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ

নতুন প্রজন্মই আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। সৎ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম সৃষ্টি করা গেলেই দুর্নীতিসহ সকল প্রকার অনৈতিকতার লাগাম টেনে ধরা সহজ হবে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সততা সংঘ গঠন করছে। সততা সংঘ হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধকে গ্রথিত করার মানসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। তাদের নৈতিকতা ও সততা হতে হবে সমাজের কালোত্তীর্ণ নীতি ও প্রথার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। দুর্নীতি দমন কমিশন 'সততাই সর্বোত্তম নীতি' এ আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। কারণ দুর্নীতি আমাদের সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের অতীত ঐতিহ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। টেকসই উন্নয়নের সবকিছুই ভবিষ্যৎ নিয়ে আবর্তিত। সঙ্গত কারণে নতুন প্রজন্ম এর কেন্দ্রবিন্দু। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' গড়ে তুলেছে কমিশন। সততা সংঘের গঠনতন্ত্র ও কার্য নির্দেশিকা-২০১৫ অনুসারে 'সততা সংঘ' এর সদস্যরা হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত এবং আইনের বিধানাবলির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ অথবা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোন কার্যক্রমে জড়িত হবে না। প্রতিটি সততা সংঘে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১ (এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল (Advisory Council) গঠন করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সততা সংঘের সাধারণ সদস্য। পরামর্শক কাউন্সিলের সাথে পরামর্শক্রমে মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত করেন। কমিশন সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা, জেলা ও শহরগুলোতে মানববন্ধন, পদযাত্রা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, নাটক, বিতর্ক, কার্টুন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন সততা সংঘের সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত শিক্ষা উপকরণ যেমন-খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি প্রদান করে আসছে।

সারণি ৩৮: ২০২৪ সালের বিভাগভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	সততা সংঘের সংখ্যা
১	ঢাকা	৪,০০৬
২	চট্টগ্রাম	৪,২৫৫
৩	রাজশাহী	৩,৭৬৭
৪	খুলনা	৩,১৩৪
৫	বরিশাল	২,৬০০
৬	সিলেট	১,১৮১
৭	রংপুর	৩,৬৯৮
৮	ময়মনসিংহ	২,২৫৩
	মোট	২৪,৮৯৪

৫.২.৪ প্রাত্যহিক জীবনে উত্তম চর্চার বিকাশে "সততা স্টোর"

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততার ব্যবহারিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর নিমিত্ত কমিশন ২০১৬ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সততা স্টোর গঠনের উদ্যোগ নেয়। সততা স্টোর হলো বিক্রেতাবিহীন দোকান। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি রয়েছে বিস্কুট, চিপস, চকোলেট ইত্যাদি। প্রতিটি সততা স্টোরে পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি রয়েছে, নেই শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিজেরাই ক্যাশ বাক্সে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করছে। কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত এ সকল স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনৈতিকতার কোনো অভিযোগ আসেনি। শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছতা এবং সততা কমিশনকে আশান্বিত করছে। কমিশনের উদ্যোগ ছাড়াও কোনো কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছেন। কমিশন বিশ্বাস করে, সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। পরিশুদ্ধ সমাজ নির্মাণে সততা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরা অনুকরণপ্রিয় হয়। তাদের মননে একবার কোনটি সঠিক কিংবা ভুল তা নির্ধারিত হলে, সঠিক অবস্থান নিতে তারা ভুল করবে না।

সারণি ৩৯: বিভাগভিত্তিক সততা স্টোরের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	সততা স্টোরের সংখ্যা
১	ঢাকা	১,০৬৭
২	চট্টগ্রাম	১,৩৮৩
৩	রাজশাহী	৮৪৫
৪	খুলনা	১,৮২৬
৫	বরিশাল	৪৮০
৬	সিলেট	২৪২
৭	রংপুর	৭৪০
৮	ময়মনসিংহ	১৯৭
	মোট	৬,৭৮০

৫.২.৫ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিরোধ কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ সাংবাৎসরিক ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সততা সংঘ ও স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সাধারণত মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং এসব কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী র‌্যালি, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সভা-সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যচিত্র, কার্টুন প্রদর্শনী, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সততা সংঘ, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে যেসব দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা আয়োজন করে সেসব কর্মসূচিতে বিভিন্ন পেশার সচেতন মানুষ অংশ নিয়ে চলমান দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনকে কমিশন সর্বদা স্বাগত জানায়। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (২১ নভেম্বর), বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সকল পর্যায়ের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উত্তম চর্চার বিকাশে ২০২৪ সালে "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো, দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায়-অবিচার রুখবো", "আইন মেনে চলবো, নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতি বিদায় দিন", "মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", "গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না" ইত্যাদি সুবচন সংবলিত প্রায় ১৪২৩৮টি খাতা, ১৯৬১২টি স্কেল, ১২০২১টি জ্যামিতি বক্স, ৬৩৯৭টি ছাতা, ৩৬০টি টেবিলঘড়ি, ২৩০০টি পোস্টার, ৩০০০টি টিফিন বক্স, ৪৬২১৫টি স্কুলব্যাগ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি ৪০: ২০২৪ সালে উত্তম চর্চার বিকাশে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	উপকরণের নাম	উপকরণের সংখ্যা
১	খাতা	১৪,২৩৮
২	স্কেল	১৯,৬১২
৩	জ্যামিতি বক্স	১২,০২১
৪	টেবিল ঘড়ি	৩৬০
৫	ছাতা	৬,৩৯৭
৬	পোস্টার	২,৩০০
৭	লিফলেট	৩,০০০
৮	স্কুলব্যাগ ও অন্যান্য	৪৬,২১৫

৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম

নৈতিকতার উন্নয়ন ও উত্তম চর্চার বিকাশে সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগানোর মানসে কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ দুর্নীতিবিরোধী 'তথ্যের প্রচার ও প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে।

ক্ষুদেবার্তা: প্রতিরোধ অনুবিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সহায়তায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের দুর্নীতিবিরোধী ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হয়।

পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ: দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

উত্তম চর্চার বিকাশে সুবচন: "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো, দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায় অবিচার রুখবো", "আইন মেনে চলবো, নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন", "মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", "গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না" ইত্যাদি সুবচন সংবলিত খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, টেবিল ঘড়ি এবং ছাতা দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

তথ্যচিত্র প্রচার: দেশে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "শান্তি", "সত্যের জয়", "ভালো থাকবো ভালো রাখবো", "ভুল", "সততার জয়" নামক স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্রসহ একাধিক টিভিসি বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডসহ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে জনসমাগম হয় এমন এলাকায় এ তথ্যচিত্রসমূহ নিয়মিত প্রচার করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা দুদক বার্তা: ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'দুদক বার্তা' প্রকাশনার মাধ্যমে কমিশনের সকল প্রকার কার্যক্রম, যেমন-মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল, বিচারিক আদালতে মামলার রায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান, দুদক সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও গণশুনানিসহ কমিশনের পূর্ববর্তী মাসের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। কমিশনের কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করার জন্য কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বিনামূল্যে "দুদক বার্তা" সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

৫.৩.১ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন

দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের পর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসটি পালন করে আসছে। সরকার ২০১৭ সালে এই দিবসটি জাতীয়ভাবে পালনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। "দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা" প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় কমিশন এবছরও জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সকাল ৮টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইন, বিচারে ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপসমূহে দুর্নীতিবিরোধী প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায়। রাজধানী ঢাকার মতো দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপিত হয়।

৫.৩.২ দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

কমিশন গণমাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করেছে। প্রতিবছর দুটি ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। ১০ জুন ২০২৪ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিককে 'দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' ২০২০ ও ২০২১ প্রদান করা হয়।

৫.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধে অংশীদারত্ব

কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর ৪৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারত্বমুলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ইতোপূর্বে, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান, যেমন- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, অক্সফাম, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশন, বিএনসিসি ও কাইটস বাংলাদেশ যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত' কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়। এছাড়া, মানবাধিকার কমিশন, র‌্যাব, বিটিভি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থার সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশন প্রতিবেদনাধীন সময়ে অন্যান্য অংশীজনের সাথে উত্তম চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অব্যাহত রেখেছে। টঘঈঅঈ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি বিরোধী সংস্থাগুলোর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও তা বাস্তবায়নের কাজ করছে। বিস্তারিত তথ্যাদি অষ্টম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও দুর্নীতিবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া, প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিশনকে অনুপ্রাণিত করছে।

জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচনসহ দুর্নীতি যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। উক্ত কনভেনশনে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি পরিসরে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে সরকার। উক্ত শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত ১০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম দুর্নীতি দমন কমিশন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং জাতি সংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) বাস্তবায়ন, সমন্বয়ের কাজ প্রতিরোধ অনুবিভাগের আওতাধীন NIS এবং UNCAC Focal Point অধিশাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণশুনানি

৬.১ ভূমিকা
৬.২ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি

গণশুনানি

৬.১ ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবা এবং সরকারের কল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে গণশুনানি। গণশুনানি সরকারি সেবাপ্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টির অভিনব কৌশল। কমিশনের গণশুনানি অনেকটা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। এখানে অভিযোগকারী সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সেবা প্রদানকারী সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশ অভিযোগ/সমস্যার সমাধান করা হয়। যেসব সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হয় না, সেসব সমস্যা ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়। দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গণশুনানি পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। ফলে তৃণমুলের সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ জানাতে পারছে।

গণশুনানিতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানির মূলে রয়েছে নাগরিকদের অসচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সরকারি সেবা প্রদানে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ না করা। গণশুনানির মাধ্যমে দুর্নীতির উৎস চিহ্নিতকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা, সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলোআপ গণশুনানি পরিচালনা সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যা কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করে।

২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু হয়। কমিশন এ পর্যন্ত মোট ১৬৯টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। কমিশন ২০২৪ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ০৬টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন কমিশনকে গণশুনানি পরিচালনায় উৎসাহিত করে। বর্তমানে কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কারিগরি সহায়তা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

৬.২ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি

৬.২.১ গণশুনানির উদ্দেশ্য

- সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবাপ্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- নাগরিক সনদের (Citizen Charter) ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে প্রদেয় সেবার মান উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা;
- সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং সেবাদানকারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা;
- সেবাপ্রত্যাশী নাগরিক এবং সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার উৎস চিহ্নিত করা এবং সেগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- ক্ষেত্রবিশেষে প্রশাসনিক এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.২.২ গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC)-এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং-এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক

অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিকদেরকে দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুশাসনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, যা গণশুনানি ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেগবান করা সম্ভব। পঞ্চমত, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর অভীষ্ট ১৬-এ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে গণশুনানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ এ বর্ণিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী সেবা প্রদানের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন (১) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর (Voice), (২) নাগরিকগণ কর্তৃক সেবাপ্রদানকারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (Citizen Power) এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিনির্ধারক কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন। গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীকে নাগরিকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৬.২.৩ গণশুনানির আইনগত কাঠামো

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) “রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না...”;
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ (২) “সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য”;
- সরকার অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২;
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১ জুন ২০১৪ ও ৫ জুন ২০১৪ তারিখে জারিকৃত অফিস স্মারকদ্বয়ে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি সকল দপ্তর কর্তৃক গণশুনানি আয়োজনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং
- তথ্য প্রদানকারী সুরক্ষা আইন, ২০১২।

৬.২.৪ গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা অতীব জরুরি। সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রতিটি গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার উপস্থিত থেকে গণশুনানি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে এ নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিটি গণশুনানি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য অগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর কমিশনার, ওয়ার্ড কমিশনারগণ সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের জন্য গণশুনানি উন্মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৬.২.৫ অনুষ্ঠিত গণশুনানির পরিসংখ্যান

২০২৪ সালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সেবা প্রদান সংক্রান্ত ০৬টি গণশুনানি আয়োজন করেছে কমিশন। এসব গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের নিকট থেকে ৩৫১টি অভিযোগ পায়। এর মধ্যে ২৮০ টি অভিযোগ নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নিস্পত্তি করা হয়েছে।

বিগত চার বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হলো:

সারণি ৪১: ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত গণশুনানির পরিসংখ্যান

বছর	গণশুনানি/ফলোআপ গণশুনানির সংখ্যা
২০২০	০৫
২০২১	০১
২০২২	০৩
২০২৩	১৩
২০২৪	০৬

৬.২.৬ গণশুনানির ফলাফল

জনগণকে সেবা প্রদান করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এ দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিয়মিত গণশুনানি ও ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা গণশুনানিতে উদঘাটিত হলে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতির উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং তার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে। অনিয়ম, হয়রানি ও সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণে গণশুনানি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা
৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ
৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পুরণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল কর্মচারীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের প্রারম্ভে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি কমিশনের বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চার বিকাশ এবং সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মচারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক আলোচনা ও হাতে-কলমে শিখনের সুযোগ করে দেয়। ফলে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি হয়, অর্জিত হয় পেশাদারিত্ব। ইতোমধ্যে দেশের প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিশনের নিজস্ব একটি আধুনিকমানের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষা ও গবেষণার কাজে অংশ নিতে পারবে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে দুর্নীতির ধরণ পাল্টে যাচ্ছে; দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ আয় পাচার হচ্ছে বিভিন্ন দেশে; চালু হয়েছে বিট কয়েনের মতো ডিজিটাল মুদ্রা। দুর্নীতি এখন ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বহুদুর বিস্তৃত। এ সকল দুর্নীতির অভিযোগ দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক নির্ভুল ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা দুদক কর্মকর্তাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠানের রকম ও ধরণ, উপায় ও পদ্ধতি সন্নিবেশ করার কাজ করছে। এজন্য মৌলিক অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণের বাইরেও দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, অডিটিং, স্টক মার্কেট, গোয়েন্দা, সাইবার ক্রাইম, ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স, প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীগণ দুদক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

সারণি ৪২: ২০২৪ সালে দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৫ জানুয়ারী ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৪-০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩-১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৮-২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৫	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭-২৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৬	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩-০৫ মার্চ ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৭	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২-১৪ মার্চ ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৮	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯-২১ মার্চ ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৯	শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ মার্চ ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১০	এনফোর্সমেন্ট অভিযান, ফাঁদ কার্যক্রম ও ফরেনসিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১ মার্চ-০২ এপ্রিল ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১১	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	২১-২৫ এপ্রিল ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১২	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	০৫-০৯ মে ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৩	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	১২-১৬ মে ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৪	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	২৬-৩০ মে ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৫	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	২-৬ জুন ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৬	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	০৯-১৩ জুন ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৭	শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ জুন ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৮	Project Appraisal, Formulation and Approval	২১ জুলাই-০৮ আগস্ট ২০২৪	২ জন	এনএপিডি
১৯	আয়কর আইন ও বিধানাবলী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	২২-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২০	ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৯-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	২৫ জন	সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ
২১	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর-০৩ অক্টোবর ২০২৪	৩০ জন ডিডি	দুর্নীতি দমন কমিশন
২২	Financial Management Course Conduct	০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর	৩০ জন সহকারী পরিচালক	সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ
২৩	Office Management and ICT Course	২২ সেপ্টেম্বর-০৩ অক্টোবর২০২৪	২ জন	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২৪	Conduct and Discipline Course	২২ সেপ্টেম্বর-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৪ জন	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
২৫	Office Management and ICT Course	২২ সেপ্টেম্বর-০৩ অক্টোবর ২০২৪	৪ জন	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
২৬	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬-১০ অক্টোবর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২৭	উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতি (রিসার্চ মেথডলোজি)	০৮-১০ অক্টোবর ২০২৪	১৫ জন	টিআইবি
২৮	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০-২৪ অক্টোবর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২৯	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭-৩১ অক্টোবর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
৩০	Training on Basic Computer Operation & Using Of D-Nothi System	২০-২৪ অক্টোবর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩১	Training on Basic Computer Operation & Using Of D-Nothi System	২৭-৩১ অক্টোবর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩২	Government Office Solution With Google Tools	২০-৩১ অক্টোবর ২০২৪	৩ জন	শিল্প মন্ত্রণালয়
৩৩	Training on Basic Computer Operation & Using Of D-Nothi System	০৩-০৭ নভেম্বর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৪	Training on Basic Computer Operation & Using Of D-Nothi System	১০-১৪ নভেম্বর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৫	Training on Basic Computer Operation & Using Of D-Nothi System	১৭-২১ নভেম্বর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৬	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩-০৭ নভেম্বর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৭	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০-১৪ নভেম্বর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৮	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭-২১ নভেম্বর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩৯	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪-২৮ নভেম্বর ২০২৪	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪০	ফরেনসিক এভিডেন্স ও ওপেন ডেটা (টিআইবি)	১৯-২১ নভেম্বর ২০২৪	২৯ জন	টিআইবি
৪১	অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ দায়িত্বপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৬-২৭ নভেম্বর ২০২৪	৩৪ জন কনস্টেবল	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪২	Training on Using Of D-Nothi System	১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪৩	Training on Using Of D-Nothi System	২২-২৪ ডিসেম্বর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪৪	Training on Using Of D-Nothi System	২৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	২০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন

সারণি ৪৩: ২০২৪ সালের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১	Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme	০৪-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪	১ জন উপপরিচালক	CBI, India
২	Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪-০১ অক্টোবর ২০২৪	১ জন উপপরিচালক	CBI, India

অষ্টম অধ্যায়

বৈদেশিক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

৮.১ ভূমিকা

৮.২ আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

৮.৩ GlobE নেটওয়ার্কে যোগদান

৮.৪ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা

৮.৫ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে অংশগ্রহণ

বৈদেশিক যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

৮.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। দুর্নীতি এবং মানিলন্ডারিং-সংক্রান্ত অপরাধ সাধারণত কোনো দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এ কারণে দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং প্রতিকারে এবং পাচারকৃত অর্থ ও সম্পদের অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কার্যকর বৈদেশিক যোগাযোগের বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্টস (MLAR)-এর উপর নির্ভর করলে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শক্তিশালীকরণে সমন্বিত প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC)-এর সদস্য হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ দুর্নীতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মান এবং কাঠামোসমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC) বাস্তবায়ন পর্যালোচনা প্রক্রিয়াতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন ছাড়াও, সম্প্রতি বাংলাদেশ ওআইসি-এর মক্কা আল-মুকাররমা কনভেনশন-এ স্বাক্ষর করেছে। এ কনভেনশন ওআইসি-ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উত্তম চর্চা বিনিময়ে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করেছে।

কমিশন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগের সাথে যুক্ত হয়েছে। কমিশন ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ১১৩তম সদস্য হিসেবে UNODC-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত GlobE নেটওয়ার্ক-এ যোগদান করেছে। এ নেটওয়ার্কটি দুর্নীতি এবং অর্থ পাচার সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে সদস্য সংস্থাসমূহের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

৮.২ আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব

কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) -এর ৪৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০১৭ সালে ভুটানের Anti-Corruption Commission, The Investigative Committee of the Russian Federation (ICRF), ২০১৯ সালে ভারতের Central Bureau of Investigation (CBI) -এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে কমিশন। বর্তমানে ভারতের Central Bureau of Investigation (CBI) -এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি দ্বিতীয় মেয়াদে চলমান। এ সমঝোতা স্মারকে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, প্রমাণিকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন উত্তম চর্চার বিকাশে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং মালদ্বীপের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

৮.২.১ UNCAC বাস্তবায়ন

দুর্নীতি দমন কমিশন UNCAC বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রক্রিয়ায় (Implementation review mechanisms) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। UNCAC প্রথম বাস্তবায়ন পর্যালোচনা চক্রে (অধ্যায় III এবং IV), বাংলাদেশ ইরান এবং প্যারাগুয়ে কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছিলো। বর্তমানে চলমান দ্বিতীয় পর্যালোচনা চক্রে (অধ্যায় II এবং V), বাংলাদেশ তাজিকিস্তান এবং কমোরোস দ্বারা পর্যালোচিত হচ্ছে। এ বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন স্ব-মূল্যায়ন চেকলিস্ট প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশও অন্যান্য দেশের UNCAC বাস্তবায়ন পর্যালোচনার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস প্রথম চক্রে যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যালোচনা করেছে এবং এবার বাংলাদেশ ও সুইডেন একত্রে সুইজারল্যান্ডকে পর্যালোচনায় করবে। এ পর্যালোচনাগুলোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিশেষজ্ঞ দল লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

৮.৩ GlobE নেটওয়ার্কে যোগদান

United Nations Convention against Corruption (UNCAC)-এর অনুচ্ছেদ নং ৪৮-এ আন্তঃদেশীয় দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ও অনানুষ্ঠানিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের বিশেষায়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত ও কার্যকরভাবে সহযোগিতা বৃদ্ধি তথা দুর্নীতির তথ্য আদান প্রদান, পাচারকৃত সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) এর উদ্যোগে এ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির রূপকল্প "Timely and efficient transnational cooperation against corruption" । অতি অল্প সময়ে সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে, বিশ্বব্যাপী ১১৩টি দেশ এবং ২০৩টি সংস্থা এর সদস্য। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এ প্লাটফর্মে যোগদান করে। নিরাপদে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য GlobE Network এর একটি secure communication platform রয়েছে।

এ নেটওয়ার্কের সদস্য হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ এমন এক প্লাটফর্মে যুক্ত হলো যার মাধ্যমে দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং অপরাধের বিরুদ্ধে পরিচালিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে MLAR -এর মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্তির কাজটি সহজ হবে। ফলে, অনুসন্ধান, তদন্ত ও পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে। পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের পূর্ববর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিদেশে পাচারকৃত/রক্ষিত সম্পদ চিহ্নিত করে অবরুদ্ধ (Freeze)/ক্রোক (Attach) -এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে Mutual Legal Assistance Request (MLAR) প্রেরণ করা হয়। বিদেশে পাচারকৃত সম্পদের পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে MLAR প্রেরণ করে তা চিহ্নিত এবং অবরুদ্ধ/ক্রোক করা যায় না। অর্থাৎ, পাচারকৃত সম্পদ চিহ্নিতকরণ (Identification), অবরুদ্ধকরণ (Freezing), ক্রোককরণ (Attachment) এবং মামলা প্রমাণে সহায়ক আলামত প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ভর করে তদন্তকালে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও ইন্টেলিজেন্স প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর। দুর্নীতি দমন কমিশন এ নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ায় অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ সংস্থাসমূহের সাথে সরাসরি যোগাযোগে সক্ষম হবে, ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

৮.৪ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে, যা দুর্নীতি দমন, পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)

কমিশন পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে UNODC এবং বিশ্বব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) এর সঙ্গে কাজ করছে। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী কাজ করে এবং বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত অবৈধ অর্থ পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। কমিশন StAR এর সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের পাচারকৃত অবৈধ অর্থ পুনরুদ্ধারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জাতিসংঘ মাদকদ্রব্য এবং অপরাধ দমন অফিস (UNODC)

কমিশন জাতিসংঘ মাদকদ্রব্য এবং অপরাধ দমন অফিস (UNODC) এর পরিচালিত বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, এবং UNODC এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাত্ম হয়ে কাজ করছে।

International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC)

যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ সংস্থা (NCA) নেতৃত্বাধীন International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC) এর সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশন কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। যা বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া সম্পত্তি ফেরত আনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্রের লিগ্যাল অ্যাটাশে অফিস

কমিশন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং পাচারকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কাজে যুক্তরাষ্ট্রের লিগ্যাল অ্যাটাশে অফিস এর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MoFA)

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক (MoU) কার্যক্রমে দুদক এর মতামত গ্রহণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন একাডেমি (IACA)

কমিশন আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন একাডেমি (IACA) তে বার্ষিক চাঁদা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান সুসংহত করবে। এটি IACA এর বৈশ্বিক গবেষণা, শিক্ষা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্যোগে সহায়তা করে এবং কমিশনের কর্মকর্তাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৮.৫ বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক ফোরামসমূহে অংশগ্রহণ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৈশ্বিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক দুর্নীতিবিরোধী ফোরামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য, ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ এর সর্বশেষ সম্মেলনে বাংলাদেশ অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে জি-২০ এর দুর্নীতি-বিরোধী কার্যকর গ্রুপ (ACWG) এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জি-২০ এর দুর্নীতি-বিরোধী কার্যকর গ্রুপে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অপরাধ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নত করা, পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার করা এবং এই প্রচেষ্টায় সদস্য দেশগুলোর বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষের ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়। ২০২৩ সালের ১২ আগস্ট, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অনুষ্ঠিত জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে দুদকের প্রতিনিধিত্ব করেন দুদকের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল দোহা, কাতারে অনুষ্ঠিত দুর্নীতিবিরোধী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে। ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC) কর্তৃক আয়োজিত এই সম্মেলনে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা এর দুর্নীতি বিরোধী ঘোষণা "মক্কা আল মুকাররমা কনভেনশন" স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কমিশনের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের দুর্নীতি বিরোধী সংস্থার সাইডলাইন সভা ও আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে দুদকের অবস্থান তুলে ধরেন।

এছাড়া, দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি-বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী একাডেমির (IACA) বার্ষিক সম্মেলন এবং জাতিসংঘ দুর্নীতি-বিরোধী কনভেনশনের CoSP সম্মেলন।

নবম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই শুধুই প্রশাসনিক বা আইনি নয়, এটি একটি নৈতিক আন্দোলন। এ লড়াইয়ে টেকসই সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পেশাদার মানবসম্পদ, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সর্বোপরি সামাজিক মূল্যবোধের জাগরণ। দুর্নীতি দমন কমিশনের ২০২৪ সালের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়- প্রতিটি অনুবিভাগ/ইউনিট/শাখা তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আরও বেশি সচেতন হ ছে। কমিশন কেবল প্রশাসনিক ও আইনি কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কৌশল গ্রহণ করেছে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিশনের কার্যক্রমের অন্যতম মূল ভিত্তি। অনলাইনে অভিযোগ দাখিল, ই-মেইল, ডাকযোগে অভিযোগ গ্রহণের পাশাপাশি সরাসরি অভিযোগ দাখিলের সুযোগ থাকায় (হটলাইন-১০৬ এর মাধ্যমে) জনগণের সাথে কমিশনের নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ, তথ্য যাচাইয়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কমিশন যাচাই-বাছাই কার্যক্রমকে আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে। এতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমিশনের জনবান্ধব ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও ২০২৪ সালে কমিশনের অগ্রগতি সন্তোষজনক। অনুসন্ধান কার্যক্রমকে ক্ষেত্রভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিকভাবে ভাগ করে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা হয়েছে, যাতে করে সময় ও সম্পদের অপচয় হ্রাস পায় এবং কার্যকর ফল পাওয়া যায়। প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় এবং দলভিত্তিক কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধানকে আরও সংগঠিত ও কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে। তদন্তাধীন মামলাগুলোতে কমিশন তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকি জোরদার করে সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনার প্রয়াস চালিয়েছে। এর ফলে মামলার গুণগত মান যেমন বেড়েছে, তেমনি আইনি লড়াইয়েও কমিশনের অবস্থান শক্ত হয়েছে।

কমিশনের লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন অনুবিভাগ আইনি লড়াইয়ে কমিশনের অবস্থান সুদৃঢ় করায় ভূমিকা রেখে থাকে। শুধু অভিযোগপত্র দাখিল বা আদালতে মামলা পরিচালনা নয়, বরং প্রমাণ সংগ্রহ, যুক্তিনির্ভর মামলা উপস্থাপন এবং আদালতের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় নেওয়ার বিষয়গুলো প্রসিকিউশন শাখার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কমিশন দুর্নীতির মামলায় উচ্চতর আদালতের রায় পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা ভবিষ্যতে আরও সুসংহত লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন অনুবিভাগের সাংগঠনিক সাফল্য নিশ্চিত করার পথ সুগম করবে।

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতির অভিযোগ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা এবং মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এসব অভিযানে ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি সংস্থার সহযোগিতা কমিশনের কাজের গতিশীলতা বাড়িয়েছে। কমিশনের অন্যতম উদ্ভাবনী কার্যক্রম তথা এনফোর্সমেন্ট অভিযানে জনগণের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা এবং গণমাধ্যমে ফলপ্রসু প্রচার সমাজের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে জনগণের আস্থা যেমন বেড়েছে, তেমনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ কাঠামো আরও দৃঢ় হয়েছে।

প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতি তৈরি করার প্রয়াস ছিল সুদূরপ্রসারী। সততা সংঘ, সততা স্টোর, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতার বীজ বপন করা হয়েছে। নৈতিকতা-ভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের জন্যও একটি সুশাসনের ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। শুধু নিয়মিত কার্যক্রম নয়ব্রবিশেষ দিবস, র‍্যালি, প্রতিযোগিতা, সেমিনার এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে সমাজে একটি মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিরোধ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। নৈতিকতা শুধু একটি গুণ নয়, বরং দুর্নীতি প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর অস্ত্র-এই বার্তা মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে প্রতিরোধ অনুবিভাগের অবদান প্রশংসনীয়।

গণশুনানি কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করেছে। এর মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতির উৎস শনাক্ত করে তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি সেবার জবাবদিহিতাও এই উদ্যোগের মাধ্যমে অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। গণশুনানিকালে

স্থানীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কমিশনকে একটি গণমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছে।

প্রশিক্ষণ শাখা পেশাদার মানবসম্পদ গঠনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মশালা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আনয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন ভবিষ্যতের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়ক হয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা নতুন চিন্তাধারাকে নীতি নির্ধারণে রূপান্তর করতে কাজ করছে। দুর্নীতির উৎস, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, নীতিগত অসঙ্গতি এবং আইনি জটিলতা বিশ্লেষণ করে কমিশন যে সুপারিশমালা তৈরি করেছে, তা ভবিষ্যতের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সেক্টরভিত্তিক দুর্নীতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধান কমিশনের কাজকে জ্ঞাননির্ভরতা ও কৌশলগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। এতে দুর্নীতির কারণ ও উৎস অনুযায়ী প্রতিরোধ ও দমন উভয় প্রক্রিয়াই আরও বাস্তবভিত্তিক হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও কমিশন ২০২৪ সালে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। UNCAC বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়, এবং আন্তঃদেশীয় দুর্নীতির তথ্য আদান-প্রদানে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অবস্থানকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আরও দৃঢ় করেছে। এক্ষেত্রে কমিশন মার্চ/২০২৪ এ UNODC-এর আওতায় GlobE Network এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে।

সার্বিকভাবে ২০২৪ সালের প্রতিবেদন বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়- কমিশনের কার্যক্রম শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে জনসচেতনতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক সংহতির পরিসরে। দুর্নীতি দমন কমিশনের ২০২৪ সালের কর্মকাণ্ড ছিল বিস্তৃত, সুসংগঠিত, এবং ভবিষ্যতের জন্য সুদূরপ্রসারী। কমিশন যে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে, এই গতি অব্যাহত থাকলে তা বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দুদক

আমরা যাঁদের হারিয়েছি

THOSE WE LOST

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
কোর্ট সহকারী
মৃত্যু: ২৯.০৩.২০২৪

Mohammad Golam Mostafa
Court Assistant (ASI)
Death: 29.03.2024

অমিত কুমার দাস
কন্সটেবল
মৃত্যু: ২১.০৯.২০২৪

Amit Kumar Das
Constable
Death: 21.09.2024

ফটোগ্যালারি

PHOTO GALLERY

১১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে যোগদান শেষে দুদকের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন এবং মাননীয় কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

On December 11, 2024, following assumption of duty, the Honourable Chairman of ACC Dr. Mohammad Abdul Momen and Honourable Commissioner Mian Muhammad Ali Akbar Azizi exchanged greetings with media personnel.

১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দুদকের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন মাননীয় কমিশনার মিঞা মোহাম্মদ আলি আকবার আজিজী এবং মাননীয় কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি কমিশনের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় করেন।

On December 17, 2024, the Honourable Chairman of ACC Dr. Mohammad Abdul Momen, Honourable Commissioner Mia Mohammad Ali Akbar Azizi and Honourable Commissioner Brigadier General (Retd.) Hafiz Ahsan Farid, SGP, ndc, psc held a meeting with Commission officials.

৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

December 9, 2024, on the occasion of International Anti-Corruption Day, the Honourable Adviser to the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Dr. Asif Nazrul, delivered a speech as the Chief Guest.

৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক এবং দুদক সংস্কার কমিশন প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

December 9, 2024, on the occasion of International Anti-Corruption Day, Executive Director of Transparency International Bangladesh and Head of the ACC Reform Commission, Dr. Iftekharuzzaman, delivered a speech as the Special Guest.

৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন, এনডিসি।

December 9, 2024, on International Anti-Corruption Day, ACC Secretary Khoshreda Yasmeen, ndc delivered address as a chair.

৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে জাতীয় পতাকা ও কমিশনের পতাকা উত্তোলন করেন দুদক সচিব ও মহাপরিচালকবৃন্দ।

December 9, 2024, the national flag and the Commission's flag were hoisted by the ACC Secretary and Directors General.

৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন, এনডিসি।

December 9, 2024, on International Anti-Corruption Day, the formal inauguration was conducted by ACC Secretary Khoshreda Yasmeen, ndc.

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে দুদক আয়োজিত মানববন্ধন।

Human chain organized by ACC on the occasion of International Anti-Corruption Day 2024.

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দেশব্যাপী মানববন্ধনের খণ্ডচিত্র।

A glimpse of the nationwide human chains organized on December 9, 2024, on the occasion of International Anti-Corruption Day.

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে ০৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দেশব্যাপী মানববন্ধনের খণ্ডচিত্র।

A glimpse of the nationwide human chains organized on December 9, 2024, on the occasion of International Anti-Corruption Day.

চাঁদপুর জেলায় দুদক আয়োজিত গণশুনানিতে বক্তব্য প্রদান করেন দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন, এনডিসি।

ACC Secretary Khoshreda Yasmin, ndc delivered a speech at a public hearing organized by ACC in Chandpur District.

ঠাকুরগাঁও জেলায় দুদক আয়োজিত গণশুনানির খন্ডচিত্র।

Snapshots of the public hearing organized by ACC in Thakurgaon District.

কুড়িগ্রাম জেলায় দুদক আয়োজিত গণশুনানির খন্ডচিত্র।

Snapshots of the public hearing organized by ACC in Kurigram District.

দুদক সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিগণের সভা।

Meeting between ACC Secretary and other officials with representatives of the World Bank.

দুদক সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিনিধিগণের সভা।

Meeting between ACC Secretary and other officials with representatives of the Asian Development Bank.

দুদক সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিনিধিগণের সভা।

Meeting between ACC Secretary and other officials with representatives of the Asian Development Bank.

লালমনিরহাটে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

Award ceremony for the winners of debate and essay competitions on anti-corruption awareness at Lalmonirhat.

নরসিংদীতে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান।

Award ceremony for the winners of debate and essay competitions on anti-corruption awareness at Narsingdi.

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কুড়িগ্রাম সদরে মোগলবাসা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপিত সততা স্টোর পরিদর্শন।

As part of anti-corruption awareness activities, visit to the Integrity Store at Mogalbasha B.L High School in Kurigram Sadar.

যশোরের অভয়নগরে সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ।

Distribution of educational materials among meritorious members of Satota Sangha (Integrity Unit) in Abhaynagar, Jashore.

রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদক, সজেকা ময়মনসিংহ হতে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান।

Enforcement drive conducted by ACC (IDO, Mymensingh) in response to allegations of substandard construction materials used in road construction.

স্যার সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিমখানা, ঢাকার তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুদক, প্রধান কার্যালয় হতে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান।

Enforcement drive conducted by ACC Headquarters based on allegations of embezzlement through irregularities by the superintendent of Sir Salimullah Muslim Orphanage, Dhaka.

দুদক, সজেকা, দিনাজপুর হতে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযানের প্রেক্ষিতে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, দিনাজপুর-এর একজন কর্মকর্তাকে ঘুসের টাকাসহ গ্রেফতার।

Based on an enforcement operation by ACC (IDO, Dinajpur), an official of the National Housing Authority in Dinajpur was arrested with bribe money.

কাস্টমস কমিশনার মোহাম্মদ এনামুল হক-এর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি ৯তলা বাড়ি দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ক্রোক করা হয়।

Customs Commissioner Mohammad Anamul Haque's a 9 storied building at Bashundhara R/A was attached by the Anti-Corruption Commission.

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ-এর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের বাগানবাড়ী দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ক্রোক করা হয়।

Former Inspector General of Police Benazir Ahmed's garden house in Rupganj, Nayaranganj was attached by the Anti-Corruption Commission.

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ-এর গোপালগঞ্জের সাভানা ইকো রিসোর্ট দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ক্রোক করা হয়।

Former Inspector General of Police Benazir Ahmed's Savan Eco Resort in Gopalganj was attached by the Anti-Corruption Commission.

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২০ প্রাপ্ত গণমাধ্যম কর্মীগণ।

Journalists who received the ACC Media Award 2020.

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০২১ প্রাপ্ত গণমাধ্যম কর্মীগণ।

Journalists who received the ACC Media Award 2021.